৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৪+০৫

টপিক:

✓ প্রাচীন যুগ, যুগ বিভাগ ও চর্যাপদ, অন্ধকার যুগ, ডাক ও খনার বচন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, পত্র লিখনের নিয়মাবলি।

✓ অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা, লোকসাহিত্য, কবিগান ও পুঁথিসাহিত্য এবং মর্সিয়া সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যে পঞ্চ পাণ্ডব (১. অমিয় চক্রবর্তী ২. বুদ্ধদেব বসু ৩. জীবনানন্দ দাশ ৪. বিষ্ণু দে ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)।

✓ প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

৩. বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত দিন। [৪৫তম বিসিএস]

৪. শ্রীচৈতন্য দেব কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

৫. বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪১তম বিসিএস]

৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

৭. মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন। [৪০তম বিসিএস]

৮. চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? [৩৮তম বিসিএস]

৯. রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? [৩৭তম বিসিএস]

১০. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

১। * অক্সিজেনের অভাব: কেন?

ক) প্রথম দশমিক কেন?

নিয়ম প্রণালী

সাধারণ: - হাম

সাধারণ মূলক

সাধারণ কার্যক্রম

Pme

২। [illegible]

৩। [illegible]

ত্রিভুজ

* সাধারণ

* বায়ুমূলক

লিখিত কার্যক্রম

* সমষ্টি

* [illegible]

* সমষ্টি

Written

সাহিত্যিক উপাদান (দেশীয়)

(১) রাজতরঙ্গিণী
(২) দেবীচন্দ্রগুপ্তম্
(৩) হর্ষচরিত
(৪) মুদ্রারাক্ষস
(৫) গার্গী-সংহিতা মহাভাষ্য কলহন
(৬) আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প [illegible] (যার লেখক)
(৭) মালবিকা [illegible]
* কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
* মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা

② বিদেশি
* হিউয়েন সাঙ
* ফা-হিয়েন
* টলেমি
* প্লিনি
* [illegible]

হুকুমাতে ও মিশন২

সংগ্রহ *

* লোকসাহিত্য: দীনেশ চন্দ্র

* লোক প্রবাদ : মন্তব্য

* লোক গল্প (সংগ্রাহক: মনসুর উদ্দিন)

* লোক ছড়া (জসীম উদ্‌দীন)

দুই ৪

দুই : আত্মার মৃত্যু.

এক সময় : দুর্বলতার প্রেম ৫*

অধ্যায় : ১৩ জানু: ১৮ ৪৭..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] – pm

* (สาบาน) ตกลงใจ ร
ปาฏิหาริย์ ,
* ถ่ายทอด จำไว้ ดูแล
②
2)

1. มีสติ อธิษฐาน
2. มีศีล
3. เหตุ (โ)ลภ
4. (โ)มหะ มากมาย มีไว้ :
5. ผลบุญ = ดีงาม
(ความ)
หมายถึง
(ฯลฯ)

* আক্রমণকারীদের: সামনে থাকে

রাখাল : গোপাল

গোবৎস : গোল সিংহ

সামনি হয় বাঘ

[illegible]

মথুরা (গোলঘর)

বাঘ + ১১শ গোপী

ঘড়া

মাটের

সংগীত

ভোর যাক

বাল্যবিবাহ

দান, যুদ্ধ

সাধারণ [illegible]

গোপন / বাঘ / অর্জুন / মিলন

[illegible]

কালী

[illegible]

সোনা

১৫৬০

কুলকি

মান

২০×৩ = ৬০

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১।	রোমাঞ্চধারার একজন মুসলিম কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।	[৩৬তম বিসিএস]
২।	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন।	[৩৬তম বিসিএস]
৩।	বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।	[৩৫তম বিসিএস]
৪।	বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন।	[৩৫তম বিসিএস]
৫।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন।	[৩৫তম বিসিএস]
৬।	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন।	[৩১তম বিসিএস]
৭।	বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন।	[২৯তম বিসিএস]
৮।	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কারকের উপাধিসহ পূর্ণনাম লিখুন।	[২৫তম বিসিএস
৯।	বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কী?	[২২তম বিসিএস]
১০।	বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নাম কী?	[২০তম বিসিএস]
১১।	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' - এর রচয়িতা কে? কাব্যটির রচনাকাল ও গুরুত্ব কী?	[১৫তম বিসিএস]
১২।	'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কোন কবির বাণী?	[১৫তম বিসিএস]

বিদ্যাসাগর: [illegible]

* বেতালপঞ্চবিংশতি ১৮৪৭

হিন্দি — (বৈতালপচ্চিসী)

২. [illegible]

* [illegible]

[illegible]
[illegible]

Rouma 8.33 pm

[illegible]
[illegible]

প্রকার

১. • ধাতুরূপ (প্রেমী)

• শব্দরূপ (ম. গাছ)

* কারক. সমাস. সন্ধি

তিন প্রকার: [illegible]

• সমাস [illegible]

[illegible]

* বাচ্যপ্রকরণ — সমাসবদ্ধ

[illegible]

* [illegible]

• [illegible]

* [illegible]

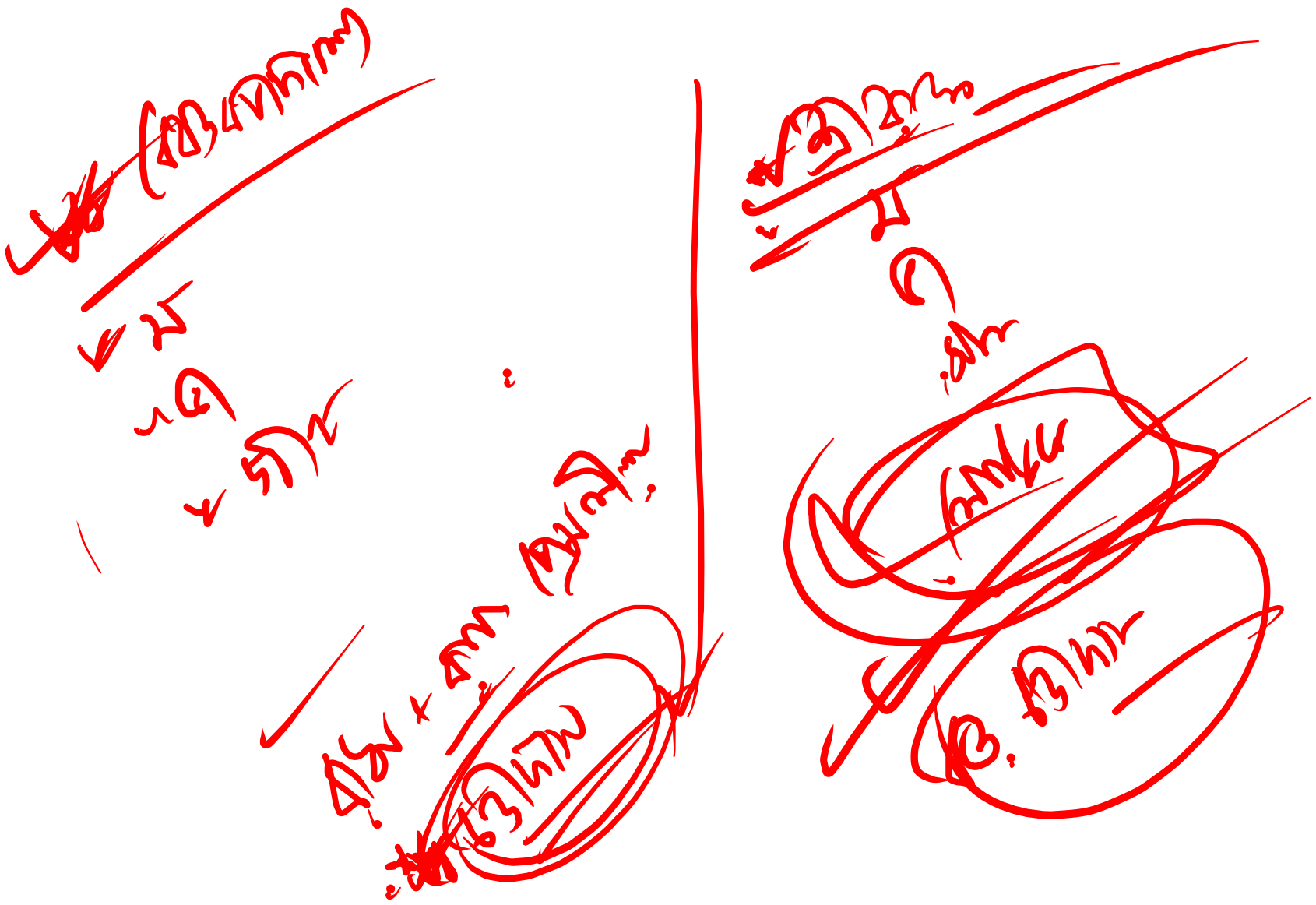

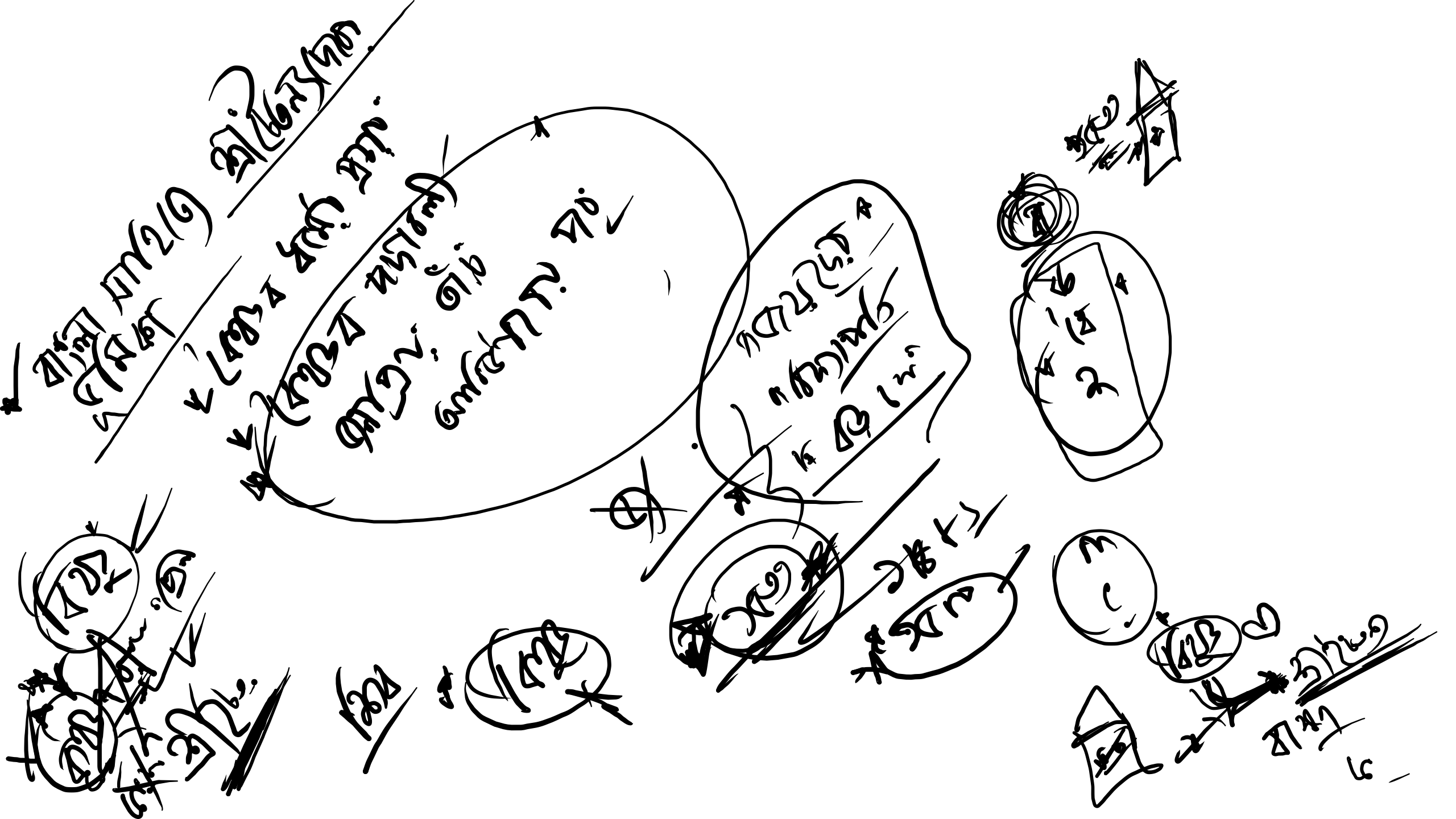

* আলো ৩ নং,

(গ্রামসংস্থা; কো)

১। সমাবর্তী

২। সংস্থাপনা ৩ নম্বর ছেলে

২। ওকেশ সাধুর্জিমুসাদ বাইতুলমাল

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

❑ বাংলা সাহিত্যের সময়কালকে ৩টি যুগে বিভক্ত-

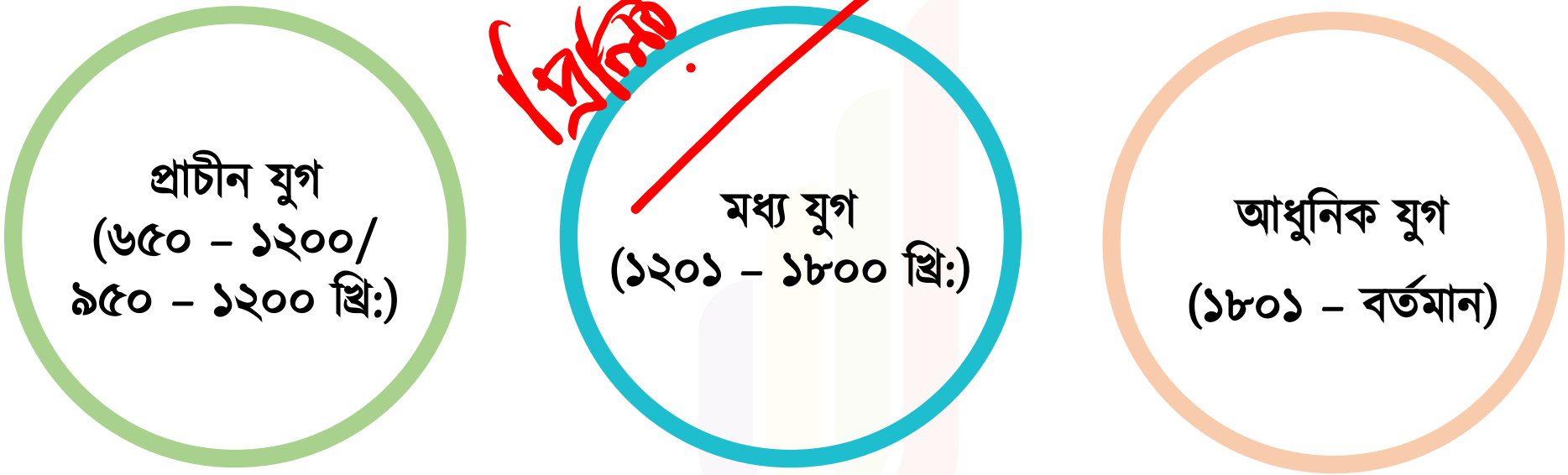

➲ প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম। অন্যদিকে আধুনিক যুগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল মানুষ।

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

➲ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৬৫০–১২০০ খ্রিষ্টাব্দ এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০–১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। এই সময়ের একমাত্র সাহিত্যি নিদর্শন হল **চর্যাপদ**।

❖ **চর্যাপদ কী :** চর্যাপদ বৌদ্ধ ধর্মের সহজিয়া বাউলদের সাধন সঙ্গীত। এটি মূলত ধর্মীয় গানের সংকলন।

❖ **রচয়িতা :** চর্যাপদে পদের সংখ্যা ৫১/৫০। তাদের মধ্যে সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা (১৩)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেছেন ভুসুকুপা (৮)। চর্যাপদে নাম থাকলেও কোন পদ পাওয়া যায়নি লাড়ীডোম্বী পা'র। আবিষ্কৃত পদের সংখ্যা ৪৬.৫টি। এর মধ্যে ২৩ নং পদটি খণ্ডিত এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি।

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

❖ **চর্যাপদের ভাষা :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীন বাংলা বা বঙ্গকামরূপী বলেছেন। এর আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে বলেছেন আলো আঁধারী ভাষা। এর ভাব ও ভাষা কোথাও পরিষ্কার আবার কোথাও দুরূহ তাই একে আলো আঁধারী বা সান্ধ্যা ভাষা বলা হয়।

❖ **আবিষ্কার :** ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের রয়েল লাইব্রেরী থেকে এটি আবিষ্কার করে। ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে **হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা** নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

❖ **সহজিয়া কারা :** বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেণির বাউলকে সহজিয়া বলা হয়। স্বদেহকেন্দ্রিক সহজপন্থায় সাধনা করত বলে এদের সহজিয়া বলা হয়। তাদের সাধনার মূল হল দেহ এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেহের মধ্যেই আছে সব। দেহসাধনার দ্বারাই তারা লাভ করে নিধান বা মহাসুখ।

প্রক্রিয়া:

আলো অর্থাৎ
তুমি Note

২. কাঁথা ভরের পাতা ৪০ এবং
চাইলে বাতে বেশী লাগ

কাঁথা ভরবর-পাঁঠার এল
৬ বলে বাতে বেশী কাল

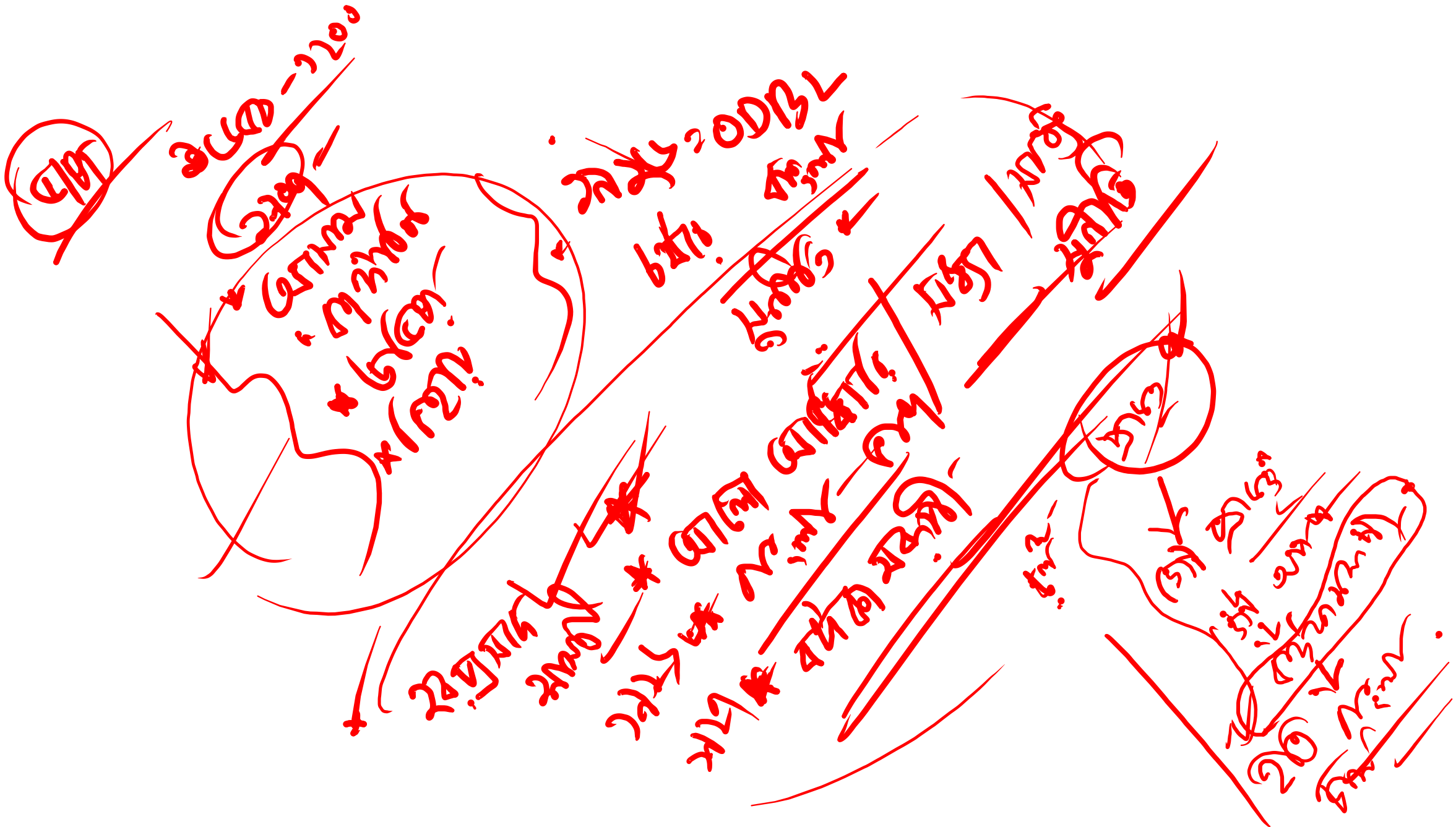

❖ **চর্যাপদের সমাজচিত্র :** চর্যাপদ মূলত ধর্মীয় গানের সংকলন হলেও এতে তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

➢ চর্যাপদে যে জীবনের চিত্র আমরা পাই সে জীবন দারিদ্র্যে জর্জরিত। অভাব সে জীবনের নিত্য সঙ্গী। অন্নের হাহাকার আর ক্ষুধার জ্বালা সে জীবনের চরম বাস্তবতা।

➢ চর্যাপদে নিম্ন বিত্তের মানুষের পেশা হিসাবে শিকার, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, মদ তৈরী, চাঙারি বোনা ইত্যাদি পেশার উল্লেখ আছে।

➢ নারীরা স্বাধীন ছিল। চর্যাপদে ডোমনীর ছিলানী করার কথা আছে। আছে বেশ্যাবৃত্তির কথাও। নারীদের পেশা হিসাবে আরও চাঙারি বিক্রি ও তাঁত তৈরী করতে দেখা যায়।

মোদ্দাকথা এই যে, চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনের এক অসামান্য প্রামাণিক দলিল।

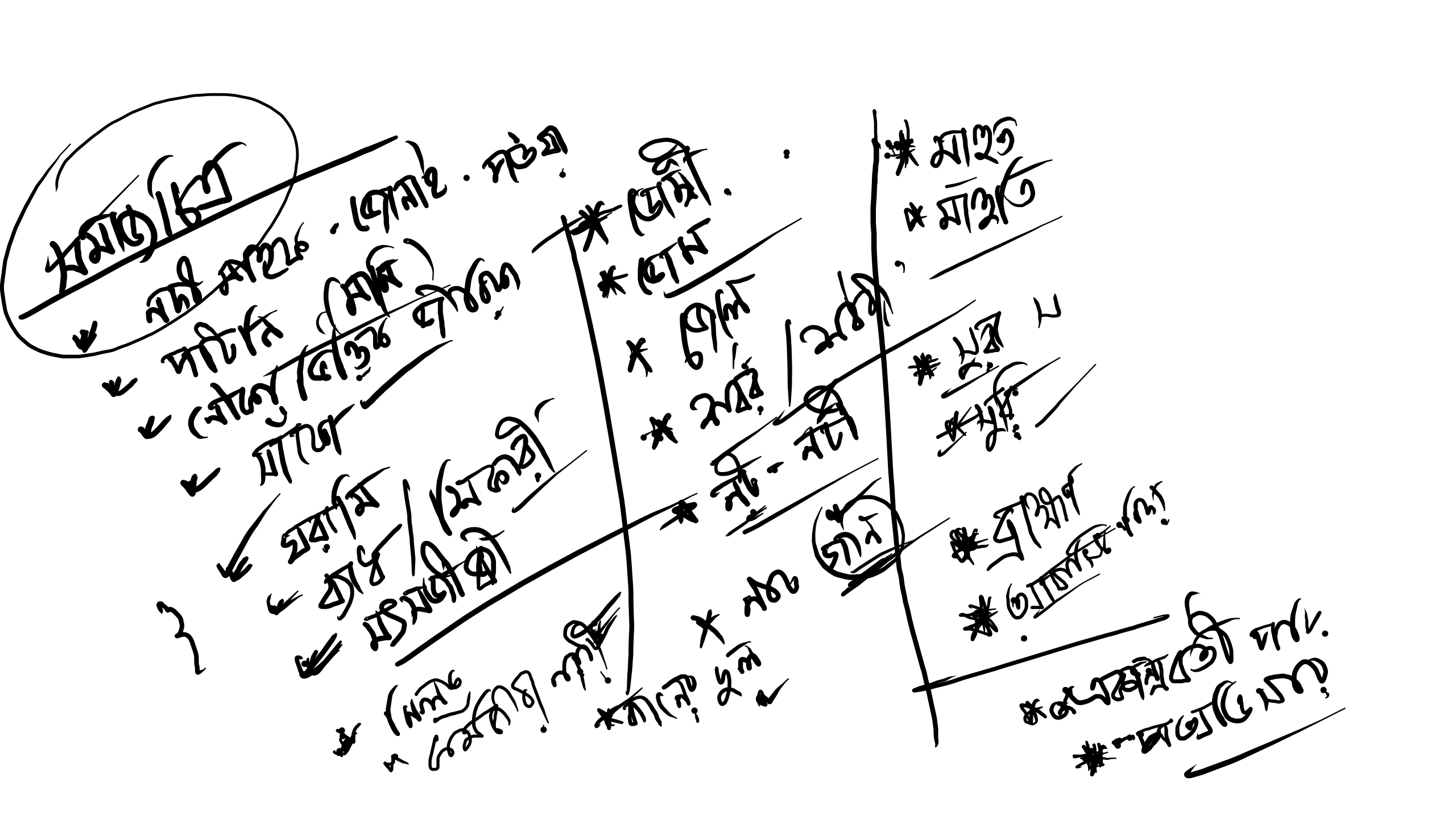

সমাসচিত্র

নদী প্রান্তর . পোশাক . পথঘাট

✓ পতিত (সব)

✓ গোধূলি/লেখন দীর্ঘদিন

✓ মাথে

✓ ঘরামি / মকরী

✓ ধর্ম / ধর্মপত্নী

✓ মহামতী

* মলচে / মেঘনীর নদী

* ভোগী

* ভোগ

* তোল

* অর্থ / অর্থী

* নদী - নদী

* শব্দ (জাত)

* কানে দুল

* মাতৃ

* মাতৃতি

* পুত্র

* পুত্রী

* প্রাপ্তি

* প্রাপক

* একান্নবর্তী পরিবার

* আত্মহত্যা

অন্ধকার যুগ

মধ্যযুগের শুরুতে **১২০১ - ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনহীনতাকে 'The Dark Age' বা আঁধার যুগ বলা হয়েছে। গবেষকগণ মনে করেন **তুর্কি** আক্রমণের ফলে এ দেশে হত্যা এবং ধ্বংসের যে যজ্ঞ চলে তাতে অনেক মন্দির মঠ ধ্বংসের সাথে সাথে সাহিত্যের নিদর্শন পুঁথিসমূহ ধ্বংস হয়। যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন সেখানে সাহিত্য সংস্কৃতির উন্মেষ বা বিকাশ কিছুই চলতে পারে না। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী বাংলা বিজয়ের ফলে বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশক্তির নেতৃত্ব চলে যায় মুসলমানদের হাতে। ফলে এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্ধকার যুগ

অন্ধকার যুগের সৃষ্ট কিছু সাহিত্যের নির্দশন---

✓ প্রাকৃতপৈঙ্গল : **প্রাকৃত** ভাষার গীতিকবিতা গ্রন্থ। এটি অন্ধকার যুগের **প্রথম** নিদর্শন।

✓ শূন্যপুরাণ : **রামাই পণ্ডিত** রচিত গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। এতে **৫১টি** অধ্যায় আছে। গ্রন্থের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। **'নিরঞ্জনের রুষ্মা'** এই কাব্যের অংশ বিশেষ।

✓ সেক শুভোদয়া : এটি **হলায়ূধ মিশ্র** রচিত সংস্কৃত ভাষায় **পীরমাহাত্ম্য** প্রকাশক কাব্য। এতে ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। তিনি রাজা **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি** ছিলেন। প্রচুর ভুল সংস্কৃত থাকায় **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** এ গ্রন্থকে "Dog Sankrit" বলেছেন।

অন্ধকার যুগ

- তবে এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন বর্তমান থাকাতে কোন কোন পণ্ডিত যেমন: **ড. এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ** ও **ড. ওয়াকিল আহমদ** অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

অন্ধকার যুগ

➲ **মাহবুবুল আলমসহ** অনেক গবেষকের মতে, ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত কম সাহিত্য রচনার পেছনে তুর্কি গোলযোগ কে দায়ী করা চলেনা। প্রথমত, এই সময় নিরঞ্জনের রুষ্মা, শূন্যপুরাণ, সেক শুভোদয়ার মত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত সুলতানী আমলে মুসলিম শাসকদের দেখা যায় হিন্দু কবি ও বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে (আলাউদ্দিন হোসেন শাহ) তাদের বাংলায় আগমন ও শাসন কোনভাবেই সাহিত্য চর্চায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। এ গবেষকগণ এই সময়ে কম সাহিত্য রচিত হবার কারণ হিসেবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন, তুর্কিদেরকে নয়।

ডাক ও খনার বচন

➲ ডাকের বচন

জ্যোতিষ শাস্ত্র, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গৃহস্থালী সম্পর্কিত ছড়া ডাকের বচন নামে পরিচিত। ডাক তিব্বতীয় ভাষার শব্দ। যার অর্থ – 'বৌদ্ধিক তান্ত্রিক সাধক' বা প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। ডাকের বচনগুলো আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনার কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেছেন। 'ডাক' বর্তমানে উড়িষ্যায় গীত হয়। চর্যাপদের সাথে আবিষ্কৃত হয়েছিল 'ডাকার্ণব' যার অর্থ 'জ্ঞানসাগর'।

➢ ডাকের বচনের উদাহরণ:

নিয়ড় পোখরী দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউরে চায়।।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টিকে।।

ডাক ও খনার বচন

খনার বচন

কৃষিজ/কৃষিতত্ত্ব ও আবহাওয়া বিষয়ক উপদেশাত্মক এক প্রকার প্রচলিত ছড়া 'খনার বচন' নামে পরিচিত। খনা তিব্বতী ভাষার শব্দ যার অর্থ বোবা। খনার বচনই আমাদের প্রাচীন কৃষি বিজ্ঞান। কেউ কেউ অবশ্য ডাক ও খনার বচন এ দুটিকে প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে ধারণা করেছেন। ড. আবদুর গফুর সিদ্দিকীর মতে, খনার বচনের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

খনার বচনের উদাহরণ:

১. খনা ডাক দিয়া বলে।
চিটা দিলে নারিকেল মূলে।।
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা।।
নারিকেল গাছে লুনে মাটি।
শীঘ্র শীঘ্র বাধে গুটি।।

২. "কলা রোয়ে না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।"

৩. "দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল।।"

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

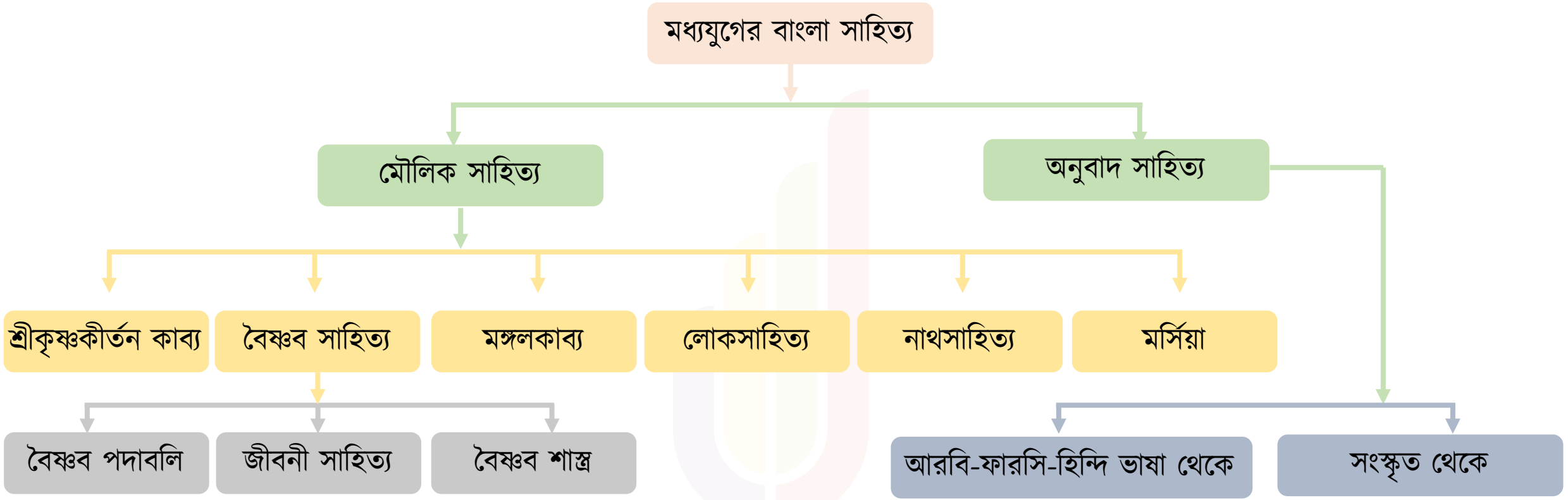

❑ পুঁথি আবিষ্কার :

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের অধিবাসী **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া** জেলার বিষ্ণুপুর শহরের নিকটবর্তী **কাকিল্যা গ্রামে** দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি পান।

➢ সম্পাদনা :

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার **"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"** থেকে **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"** নামে সম্পাদনা করেন।

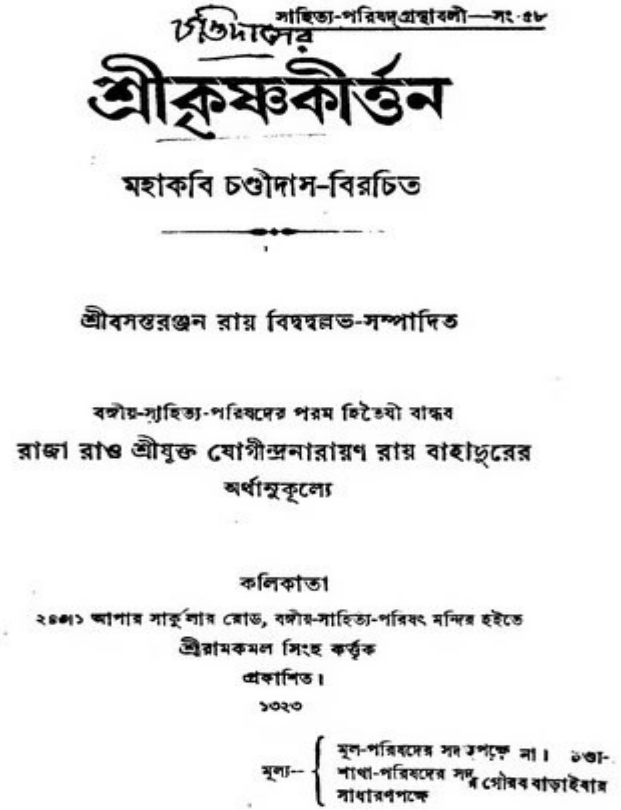

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৮

চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৩

মূল্য— { মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে ১॥ । শাখা-পরিষদের সদস্য ও গৌরব বাড়াইবার সাধারণপক্ষে ৩৩/-

➢ পুঁথির নামকরণঃ

সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথির সঙ্গে একটি চিরকুট পাওয়া যায় এবং সেখানে **'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব'** বলে একটি কথা পাওয়া যায়। এ কারণে অনেকে মনে করেন গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

তিনি এই পুথির নামকরণ **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"** করলেও পুথির মধ্যে একটি চিরকুটে লিখিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামটি দৃষ্টে কোনও কোনও গবেষক পুথিটির নাম **"শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ"** রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন; যদিও নামটি সংশয়াতীত নয় বলে বর্তমানে কাব্যটিকে **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** নামেই অভিহিত করা হয়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেছেন,

"যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রদত্ত এই নামটিই স্বীকার করতে হবে।"

পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। চিরকুটে লেখা ছিল :

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ — শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্য্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—সন ১০৮৯

তাং ২৬ আশ্বিন
সন ১০৮৯
তাং ২১ আগ্রহায়ান
শুং কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব
১৬ পত্র দাখিল হইল।

➢ খণ্ডঃ

বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান কাব্য। প্রথম কাহিনি-কবিতা। এই কাহিনিটি মোট ১৩ খণ্ড এবং ৪১৮ পদে বিভক্ত-

১) জন্মখণ্ড,

২) তাম্বুলখণ্ড,

৩) দানখণ্ড,

৪) নৌকাখণ্ড,

৫) ভারখণ্ড,

৬) ছত্রখণ্ড,

৭) বৃন্দাবনখণ্ড,

৮) কালীয়দমনখণ্ড,

৯) বস্ত্রহরণখণ্ড,

১০) হারখণ্ড,

১১) বাণখণ্ড,

১২) বংশীখণ্ড

১৩) রাধাবিরহ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যা ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা। তবে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন-

- ✓ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'
- ✓ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - এ কাব্যের ভাষা ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে।
- ✓ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে – লিপিকাল ১৪০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে।
- ✓ যোগেশচন্দ্রের মতে, পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নয়।
- ✓ সুকুমার সেনের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ।
- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ✓ গোপাল হালদারের মতে- ১৪৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

ভগবতের কাহিনী অনুসরণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রেমলীলা অবলম্বনে বড়ু চন্ডীদাস রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা এ কাব্যের মূল উপজীব্য। এ কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি। যথা- রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি। কাব্যে রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক এবং কৃষ্ণকে পরমাত্মার প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বড়ায়ি হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতী এবং তাদের মিলনের অনুঘটক। এ কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড বা ছত্র রয়েছে। গঠন রীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত নাট্যধর্মী, তবে প্রকরণের দিক থেকে পদাবলি। এ কাব্যে রাধা কৃষ্ণ কোনো আধ্যাত্মিক প্রতীক নয় বরং রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের চরিত্র হিসেবেই ফুটে উঠেছে এবং এখানেই এ কাব্যের সার্থকতা।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে মানবীয় ভাবে ফুটিয়ে তুললেও মূলত রাধা-কৃষ্ণের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীব কূলের মিলনের চরম আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি যথা- কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড ১৩ টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সাহিত্যমূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ত্রুটিহীন ভাবে না লেখা হলেও এখানে কবির দক্ষতার পরিচয় লক্ষ করা যায়। অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলংকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই কাব্যে। সামগ্রিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন নয়, সাহিত্যে মূল্যের দিক থেকেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সমাজচিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধা নারীকে নিয়োগ করা হতো। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির বাইরে যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হতো। এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবীর পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

তখনকার গ্রাম্য সমাজের অশ্রাব্য গালি-গালাজ, অকারণে শপথ, দেবপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক প্রচলিত ছিল। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।

নারীরা বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করতো। সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোনো কাজের জন্য শ্রমিক বা কুলি পাওয়া যেত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করতো। বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সাথে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পরিমাণে বেশি না হলেও তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

❑ চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়। চণ্ডীদাসের পদাবলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে। ১৮৯৬ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এক চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রকাশিত হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। ড. সুকুমার সেন ও মনীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং বৈষ্ণবপদাবলির দীন চণ্ডীদাস। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস তিন জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। ড. আহমদ শরীফ যে তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন তাঁরা হলেন-

- ✓ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস)
- ✓ চণ্ডীদাস (চৈতন্য পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক)
- ✓ দীন চণ্ডীদাস (আঠারো শতকের শেষার্ধ)।

9:20

[illegible]:20

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

যে কজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা করা হয় তাঁরা হলেন: ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, ২. পদাবলির দ্বিজ, দীন, বড়ু, আদি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাস, ৩. মণীন্দ্রমোহন আবিষ্কৃত পালাগানের দীন চণ্ডীদাস এবং ৪. সহজিয়াপন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস। তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে আমরা অন্তত ৫ জন কবির নাম পাই। তাঁরা হলেন-

✓ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস'।

✓ চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের বৈষ্ণবপদ রচয়িতা এবং জনপ্রিয় কবি 'চণ্ডীদাস'।

✓ কৃষ্ণলীলার আখ্যানকাব্য তথা পালা গানের রচয়িতা 'দীন চণ্ডীদাস'।

✓ সহজিয়া সাধকদের মনগড়া কবি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। প্রকৃতপক্ষে এ কবির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

✓ পঞ্চম চণ্ডীদাসের নামও দ্বিজ চণ্ডীদাস 'এক নামেই দুইজন কবির নাম পাওয়া যায়।

৩/৪.

❑ বৈষ্ণব পদাবলিঃ

বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

- **মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা হলো বৈষ্ণব পদাবলি।**
- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস। **বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এই চার জনকে বৈষ্ণব পদাবলির মহাকবি বলা হয়।**
- আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, তারাও পদাবলি রচনা করেছেন।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা **বিদ্যাপতি**।
- বাংলায় প্রথম পদ রচনা করেন **চড়ু চণ্ডীদাস**।
- বৈষ্ণব পদাবলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।
- ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

বিদ্যাপতিঃ

- মিথিলার কবি বা **মৈথিল কোকিল**; **অভিনব জয়দেব** নামে পরিচিত।
- তাঁর উপাধি হল **কবিকণ্ঠহার**। রাজা শিবসিংহ তাকে এই উপাধি দেন।
- রবীন্দ্রনাথ তাকে **"রাজকণ্ঠের মণিমালা"** হিসাবে অভিহিত করেছেন।
- তিনি সংস্কৃত, মৈথীলি, অবহটঠ ভাষায় পদ রচনা করেছেন ।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর

গ্রন্থসমূহ:

- কীতিলতা – ঐতিহাসিক কাব্য (অপভ্রংশ অবহটঠ ভাষায়)।
- **পুরুষপরীক্ষা** – কথা সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)।
- **গোরক্ষ বিজয়** – নাটক (সংস্কৃত ভাষায়)।
- লিখনাবলি – অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

গোবিন্দদাসঃ

- গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের কবি ও রাজা **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন**।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।
- তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।
- ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য '**গীতগোবিন্দ**'।
- সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত নাটক 'সঙ্গীত সাধক'।

বিশেষ্য:

* ১৩ টি (প্র.)
* নাম বাচক;
* সাধারণ নাম:
* [illegible]
* [illegible]
* বাত
* শ্রেণি
* শ্রেণী
* সাধারণ

[illegible]

❑ জ্ঞানদাসঃ

✓ জ্ঞানদাস খেতুরীর বৈষ্ণব কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

✓ তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।

অমর উক্তিঃ

- রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

চণ্ডীদাসঃ

- ❑ চণ্ডীদাস ৩ জন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস।
- ❑ বড়ু চণ্ডীদাস সবথেকে পুরাতন।

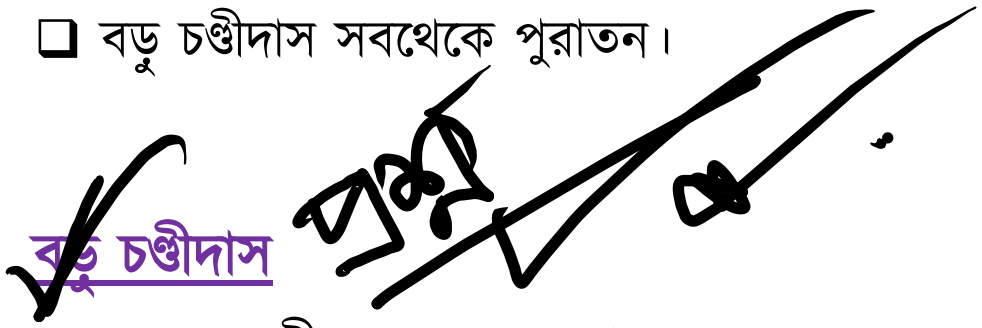

বড়ু চণ্ডীদাস

- বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন ছাতনা, বাকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে।
- বড়ু চণ্ডীদাস রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
- **তিনি বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি।**
- **তার প্রকৃত নাম- অনন্ত বড়ু।**
- ড. হুমায়ুন আজাদের মতে তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহা কবি।

চণ্ডীদাস

- চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব কবি। তিনি বাশুলি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।
- চণ্ডীদাস সহজিয়াপন্থী কবি ছিলেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানবতাবাদি কবি ছিলেন।
- চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চণ্ডীদাসের অমর উক্তিঃ

✓ সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই ।

বৈষ্ণব পদাবলি

কয়েকজন মুসলিম পদাবলিকারের নাম

মুসলমান পদকর্তার সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয়নি। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম কবি ছিলেন সম্ভবত শেখ কবির। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলি রেজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলিই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি উৎসর্গ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির নমুনা-

"শুন লো শুন লো বালিকা
রাখ কুসুমমালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।"

বৈষ্ণব পদাবলি

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পগুণ

বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান উপজীব্য হলো প্রেম। এটি প্রাথমিকভাবে ধর্ম সংগীতের জন্য রচনা করলেও এর মাঝে বিকাশ ঘটেছে অপূর্ব শিল্পরূপ ও সাহিত্যগুণের। মূলত এটি গীতিধর্মী পদাবলি তাই এর প্রধান গুণ গীতিময়তা। এর ভাবের গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্য, সুরের মূর্ছনা ইত্যাদি আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গ তোলে। এই কাব্যে শিল্পমূল্যের সার্থক মিলন ঘটেছে। এই পদাবলিতে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনি উক্তি প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পাত্র - পাত্রীর উক্তি -প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ একে নাট্যগীতি কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। রাধা বিরহে'র মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলির ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। এছাড়াও প্রেমের প্রকৃতির সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন পদাবলির কবিরা। রাধার প্রেম পরকীয়ার ফলে তাতে রয়েছে নানা ধরনের সন্দেহ, সংশয়, ভয়, ভাবনা। রাধার চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন কবি এভাবে-

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

পদাবলিতে সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর মাত্রার সংমিশ্রণ এবং ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যকে অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রকল্পে পদাবলি শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক কাব্য আসরেও অতুলনীয়। আধুনিক কাব্য ও গানে পদাবলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

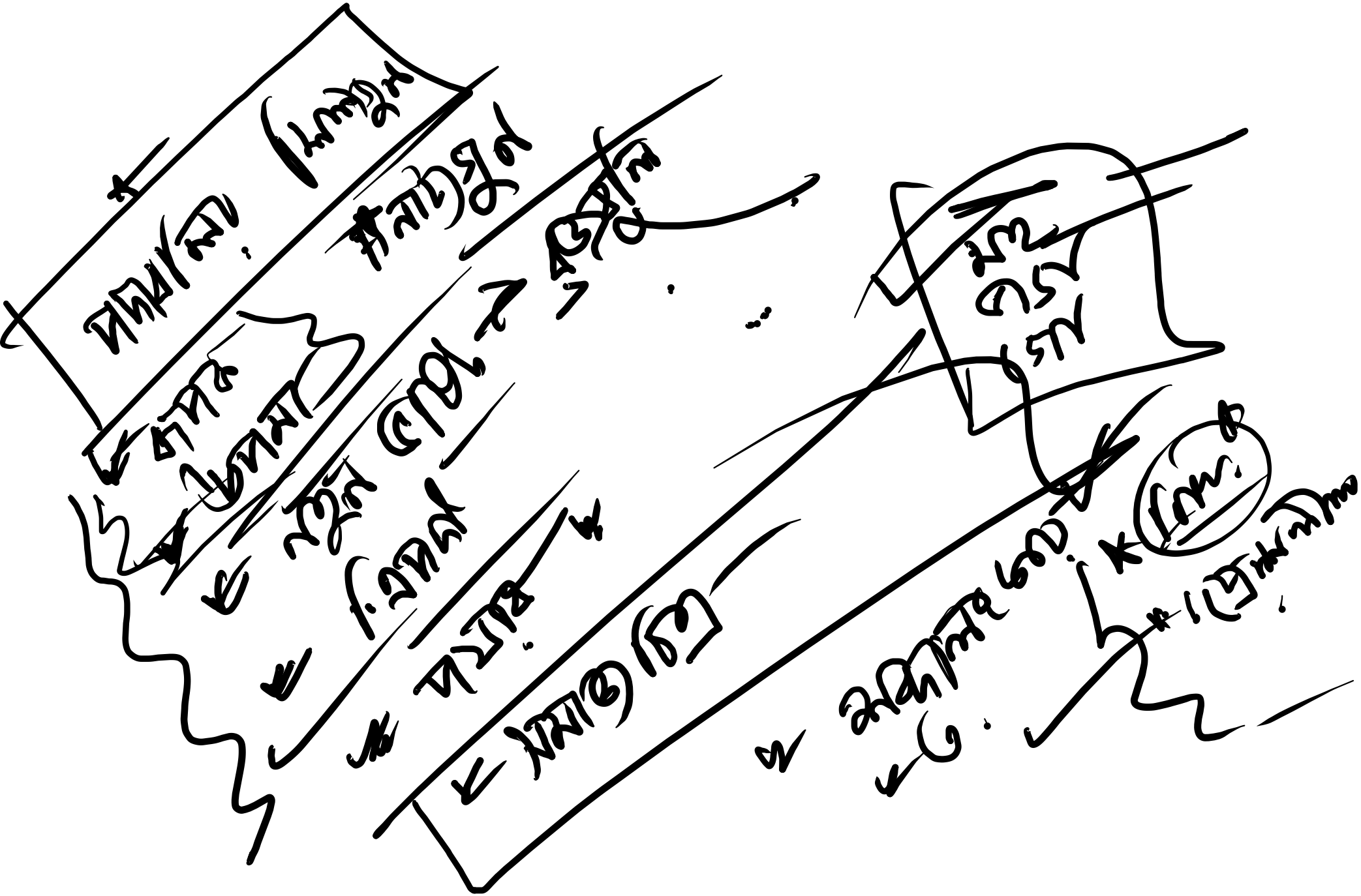

মঙ্গলকাব্য

❑ মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য রচনা করা হয়েছে। কাব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়-

- ✓ মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনি কেন্দ্রিক।
- ✓ মূল কাহিনির সাথে দেবদেবীর কীর্তন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনির আলোকে রচিত।
- ✓ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য দেবতারা মর্ত্যে এসেছেন এবং পূজা প্রচারের সময় দেবতারা মানুষের মতো আচরণ করেছেন।
- ✓ অধিকাংশ কবি স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।
- ✓ কাব্যের শুরুতেই দেব-দেবী এবং মর্ত্যের সমস্ত মানুষের বন্দনা করা হয়েছে।
- ✓ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্যই বেশি।
- ✓ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির জীবনাচার প্রকাশ পেয়েছে।
- ✓ মঙ্গলকাব্যে বার মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা 'বারোমাস্যা' এবং চৌত্রিশ অক্ষরে রচিত দেবস্তোত্র 'চৌতিশা' আকারে বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত অনেক মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য হয়েছে।
- ✓ অনেক মঙ্গলকাব্যে আধুনিক যুগের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
- ✓ এ কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রভাব বেশি।

বৈশিষ্ট্য

2 প্রকার = [illegible]

মধ্যম

[illegible] = মধ্যম [illegible]

[illegible]

মঙ্গলকাব্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।
- প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- পৌরাণিক ও লৌকিক।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য – দেব-দেবীর গুণগান।
- মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য – মঙ্গলকাব্য।
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথাঃ বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।
- আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত – মনসামঙ্গল কাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা – মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।
- মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা – ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্য

- **বারোমাস্যা** – মধ্যযুগের নায়ক নায়িকাদের বাংলা সনের **বার** মাসের বিরহ-কাতর পরিস্থিতির বর্ণনাকে বারোমাস্যা বলে।
- **চৌতিশা** – বাংলা ব্যঞ্জবর্ণের 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ পদের প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক নায়িকা যে দেব বন্দনামূলক স্তব করেন তাকে চৌতিশা বলে।

মঙ্গলকাব্যকে শ্রেণিগত দিক থেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

পৌরাণিক শ্রেণি	লৌকিক শ্রেণি
গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দূর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমণ্ডল প্রভৃতি	শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্য

মনসামঙ্গলঃ

- মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কাব্য এটি।
- মনসামঙ্গল কাব্য রচিত- মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে।
- এ কাব্যের অপর নাম – পদ্মাপুরাণ।
- সাপের দেবী মনসার অপর নাম – কেতকা ও পদ্মাবতী।
- প্রধান চরিত্র - চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখিন্দার।

মঙ্গলকাব্য

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কানা হরিদত্ত	তিনি এ ধারার আদি কবি ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
বিজয় গুপ্ত	বিজয় গুপ্ত এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা।
নারায়ণ দেব	সুকবি বল্লভ উপাধিধারী। জন্ম – কিশোরগঞ্জ।
বিপ্রদাস পিপিলাই	তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘মনসা বিজয়’।
দ্বিজ বংশীদাস	কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারীতে জন্ম নেওয়া দ্বিজ বংশীদাসের রচিত কাব্য ‘পদ্মাপুরাণ’। তিনি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মঙ্গলকাব্যের একমাত্র কবি। তাঁর রচিত কাব্য ‘কেতকাপুরাণ’। এই কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথম মুদ্রিত কাব্য। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম ও কেতকাদাস তাঁর উপাধি।

* মনসমীক্ষণ তত্ত্ব

১) মনের স্তর:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

১) [illegible]

২) [illegible]

* [illegible]

মঙ্গলকাব্য

ধর্মমঙ্গলঃ

- ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উপর রচিত মঙ্গলকাব্য হলো ধর্মমঙ্গল।
- ময়ূর ভট্ট – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার আদি/ প্রথম কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
- এ কাব্যের দুজন প্রধান কবি – রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী
- ঘনরাম চক্রবর্তী – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'।
- এ কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প ও লাউসেনের গল্প।

চণ্ডীমঙ্গলঃ

- মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য - দেবী চণ্ডীর (শিবের স্ত্রী)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি – দুই খণ্ডে বিভক্ত: ১। আখেটিক খন্ড/ব্যাধ খন্ড ২। বণি খন্ড
- আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্রগুলো – কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।
- বণিক খন্ডের প্রধান চরিত্র – ধনপতি সদাগর, লহনা খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র-শ্রীমন্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাঁড়ুদত্ত।

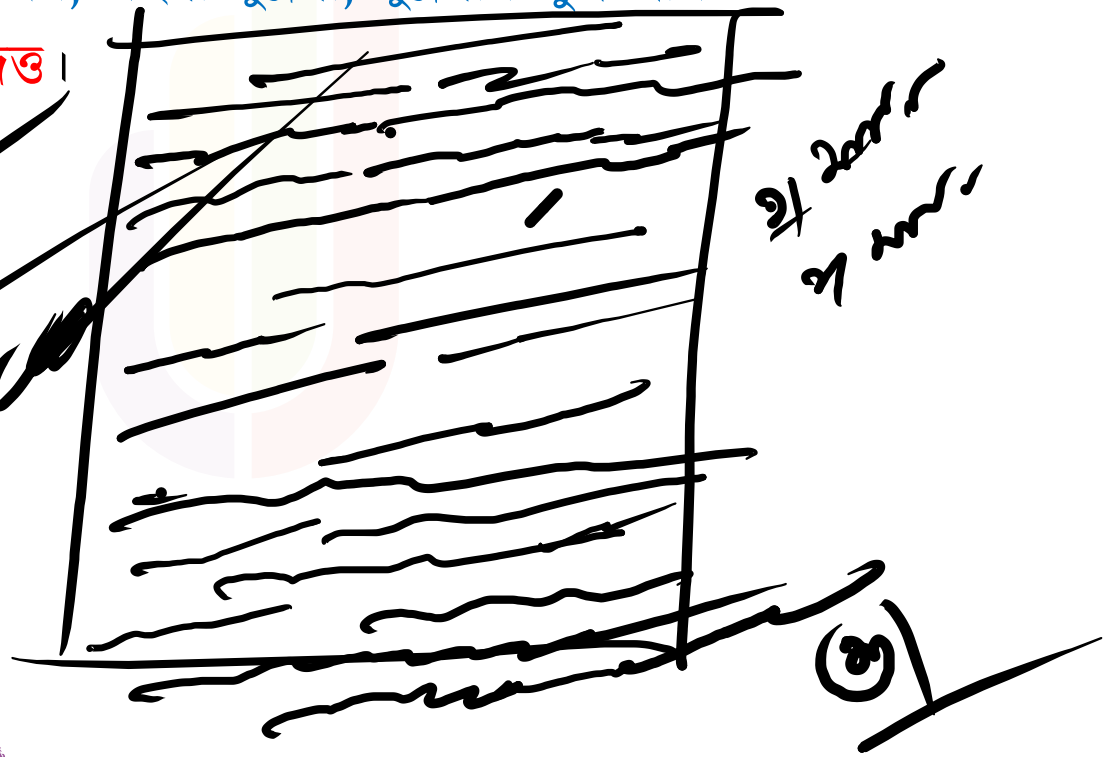

❑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
১) মানিক দত্ত	চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি।
২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ষোড়শ শতকের এই কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। দুঃখ বর্ণনার কবি বলা হয়। জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবি কঙ্কন' উপাধি দেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'।
৩) দ্বিজ মাধব	স্বভাব কবি হিসেবে পরিচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত'।
অকিঞ্চন চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।
ভবানীশঙ্কর দাস	জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামে ২টি কাব্য রচনা করেন।

মঙ্গলকাব্য

অন্নদামঙ্গলঃ

- এ কাব্যে দেবী অন্নদার বর্ণনা আছে।
- অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভক্ত – ৩ খণ্ডে: ১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল, ৩. মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান ।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- প্রার্থনাটি ঈশ্বরী পাটনীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ

- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
- কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
- জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

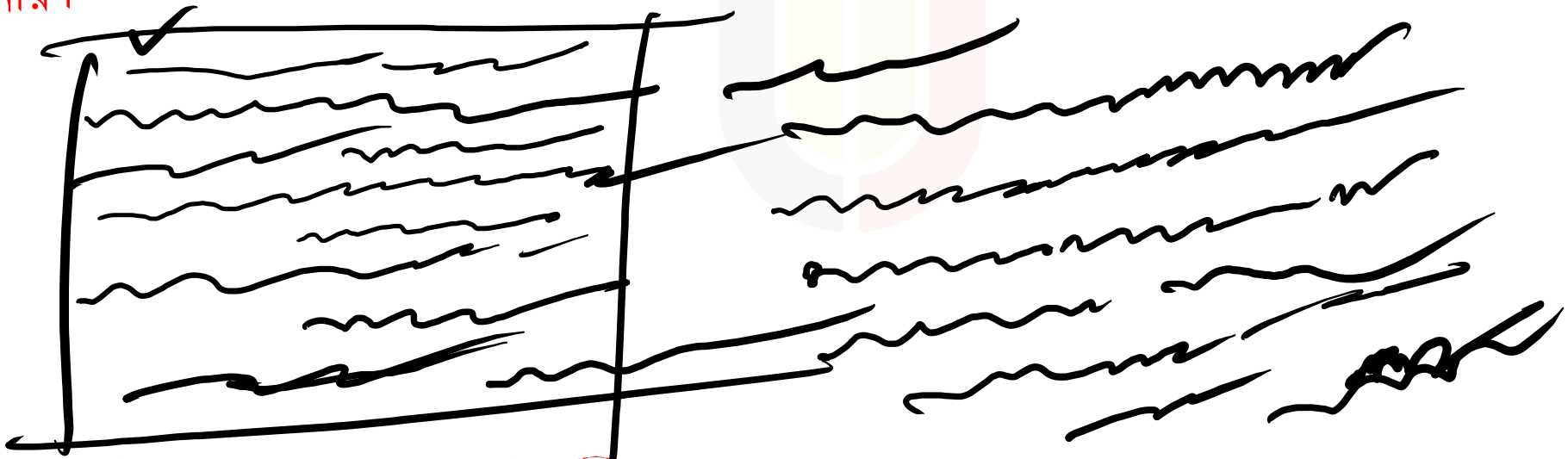

মঙ্গলকাব্য

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর:

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি।
- তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'নাগরিক কবি'।
- তিনি ছিলেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
- তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয়।
- অন্যান্য সাহিত্য কর্ম– 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী (কাব্য)', ['নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক'(নাটক)], 'রসমঞ্জুরী', 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এবং 'চণ্ডীনাটক'।

অনুবাদ সাহিত্য

মহাভারতঃ

- মহাভারতের রচয়িতা – বেদব্যাস।
- মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর খণ্ড – ১৮ টি।
- মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা – ৮৫০০০।
- চরিত্র- অভিমন্যু, অর্জুন, কর্ণ, দ্রোপদী, কুন্তী, গন্ধারী ভীম, দুর্যোধন, সুধিষ্ঠির, নকুল সাহর্দেব, দুঃশাসন।
- মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক – কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত গ্রন্থের নাম – পরাগলী মহাভারত।
- শ্রীকর নন্দী অনূদিত গ্রন্থের নাম – 'ছুটিখানী মহাভারত'।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কাশীরাম দাস।

ভাগবতঃ

- ভাগবত এর রচয়িতা – বেদব্যাস।
- ভাগবত বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন – মালাধর বসু।
- মালাধর বসু অনূদিত ভাগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
- মালাধর বসুর উপাধি – গুণরাজ খান

(রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ তাকেও উপাধি দেন)।

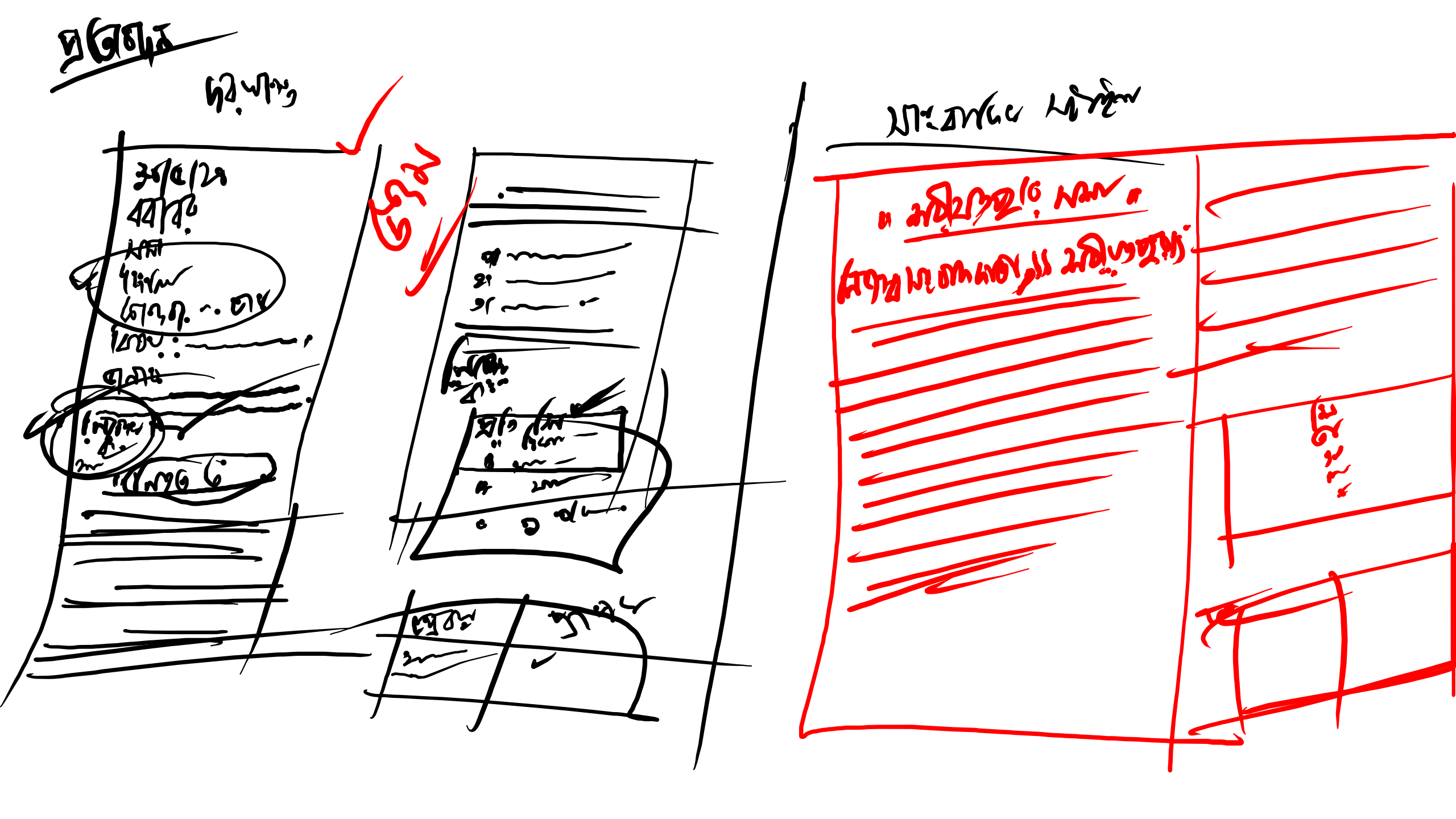

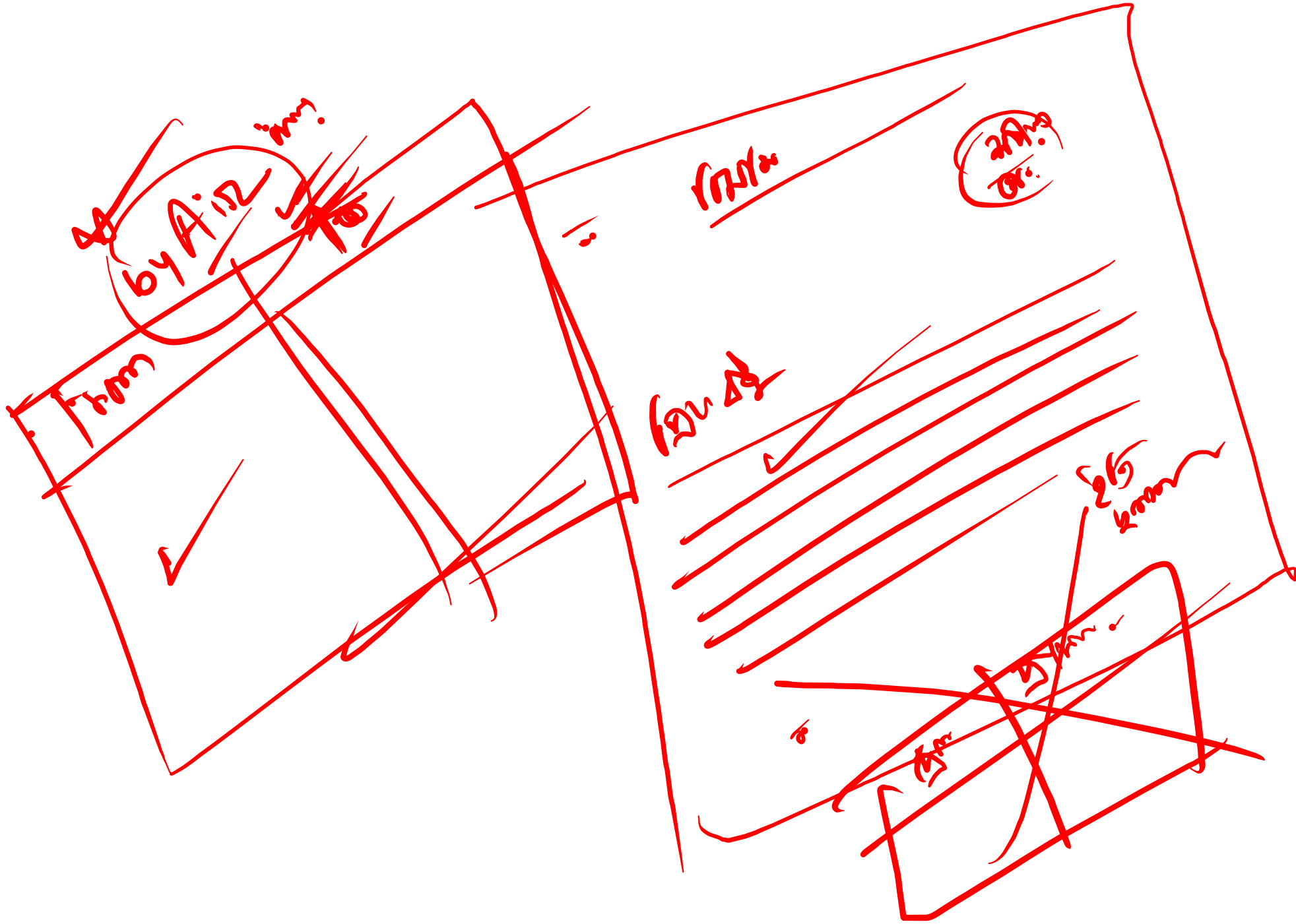

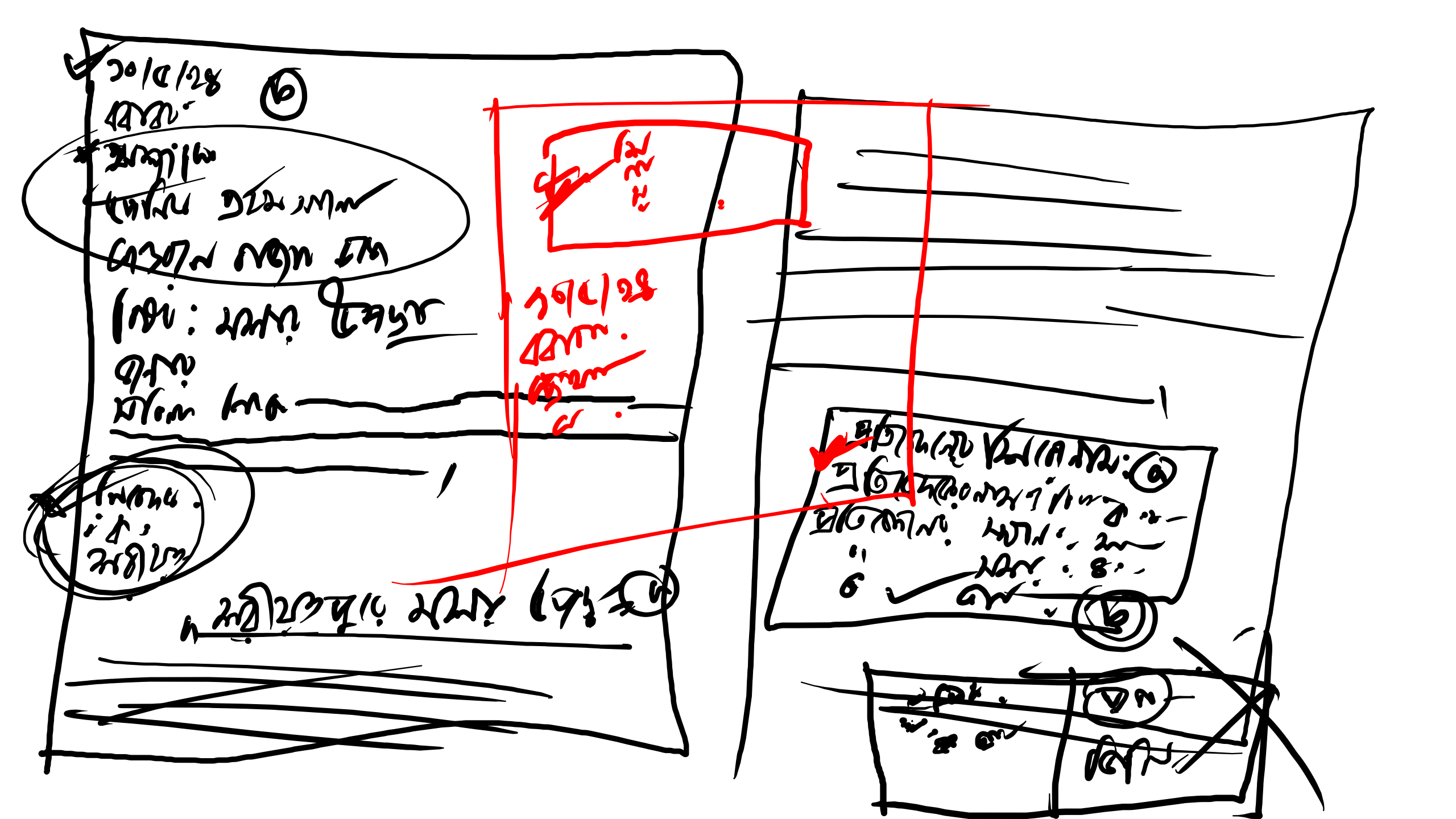

অনুবাদ সাহিত্য

রামায়ণঃ

- এটি বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনি।
- রামায়ণ রচনা করেন – বাল্মীকি
- বাল্মীকির মূল নাম – রত্নাকর দস্যু।
- বাল্মীকি অর্থ – উইপোকার ঢিবি।
- চরিত্র- রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ।
- রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কৃত্তিবাস ওঝা। (তিনি অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি)।
- তাঁর অনুদিত রামায়ণ – শ্রীরাম প্যাচালি।
- রামায়ণে আছে – সাতটি খণ্ড, ৫০০টি যুগ, (২৪০০০ শ্লোক)

চন্দ্রাবতী

- রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক – চন্দ্রাবতী
- চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।
- তিনি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ।
- তাঁর পিতার নাম – দ্বিজ বংশীদাস।
- তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ – মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

- এ ধারার প্রথম কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।
- তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন।
- এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি – সৈয়দ আলাওল।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

- মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে আরাকানে (বর্তমান মিয়ানমার) বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এ রাজসভা ‘রোসাঙ্গ’ বা ‘রোসাং’ নামে পরিচিত।
- আরাকান রাজসভার প্রধান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর।

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
ইউসুফ-জুলেখা ***	শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ফারসি	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা (কবি- জামী)
সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী **	দৌলত কাজী (১ম, ২ খণ্ড), আলাওল (শেষ খণ্ড)	হিন্দি	মৈনাসত , চন্দ্রায়ন
লাইলী-মজনু ***	দৌলত উজির বাহরাম খান , মুহম্মদ খাতের	ফারসি	লায়লী ওয়া মজনুন ,কবি–নিজামী
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, শাকের মুহম্মদ	হিন্দি	মধুমালত , কবি – মনঝন
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল **	দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
পদ্মাবতী ***	আলাওল	হিন্দি	পদুমাবৎ কবি- মালিক মুহম্মদ জায়সী
তোহফা **	আলাওল	ফারসি	তোহফাতুন নেসায়েহ কবি- ইউসুফ গদা
হপ্ত পয়কর **	আলাওল	ফারসি	হফত পয়কর (নিজামী)
সিকান্দর নামা **	আলাওল	ফারসি	সেকেন্দার নামা (নিজামী গঞ্জবীর)

ক+প্রা[illegible]: ৬টি

সমাপিকা

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
চন্দ্রাবতী **	কোরেশী মাগন ঠাকুর		অজ্ঞাত
নূরনামা *	আব্দুল হাকিম, আব্দুল করিম	ফারসি	অজ্ঞাত
নসিহৎনামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
সিহাবুদ্দীননামা	আব্দুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
লালমতি সয়ফুলমুলুক **	আব্দুল হাকিম	-	-
হানিফা কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	ফারসি	অজ্ঞাত
গুলে বকাওলী **	নওয়াজিস খান, মুহাম্মদ মুকীম	ফারসি	তাজমূলক গুল-ই-বকাওলী
মৃগাবতী	মুহাম্মদ মুকীম	-	-
গদা মল্লিক	শেখ সাদী	-	-
শাহনামা	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	ফারসি	শাহনামা , কবি- ফেরদৌসি
নসীরানামা	মরদন	-	-

আমার বাড়ি
বাড়ির নাম
আমার বাড়ির নাম
আমার বাড়ির নাম

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/উৎস ও কবি
দুররে মজলিশ, হাজার মসাইল, নূরনামা	আব্দুল করীম খন্দকার	-	-
রিজওয়ান শাহ	শমসের আলী	-	-
নবীবংশ ***	সৈয়দ সুলতান	আরবি	কিসাসুল আম্বিয়া
বিদ্যাসুন্দর *	সাবিরিদ খান, দ্বিজ শ্রীধর	-	-
রসূল বিজয় **	সৈয়দ সুলতান	-	-
হাতেম তাই **	সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা, আব্দুল নবী	-	-

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে রোসাং বা রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আরাকানের রাজারা কেউ মুসলিম কিংবা বাঙালি না হলেও তারা মুসলমান কবি এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আরাকানে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া কয়েকজন কবি –

- **দৌলত কাজীঃ** সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যের কবি দৌলত কাজী আরাকানের উল্লেখযোগ্য কবি। কাব্যটি হিন্দি কবি সাধনের মৈনাসত অবলম্বনে রচিত। দৌলত কাজী এটি সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। তার মৃত্যুর পর আলাওল এটি শেষ করেন।

- **আলাওলঃ** আরাকান তথা মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি পদ্মাবতী। পদ্মাবতী মূলত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবত এর অনুবাদ হলেও আলাওল কুশলতা দেখিয়েছেন এটি রচনায়। আলাওলের অন্যান্য রচনার মাঝে উল্লেখযোগ্য তোহফা, সিকান্দারনামা হপ্তপয়কর, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল।

- **কোরেশী মাগন ঠাকুরঃ** কোরেশী মাগন ঠাকুর মূলত ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান উজির। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তার বিখ্যাত কাব্য চন্দ্রাবতী।

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

❖ **অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য** লোকসাহিত্যকে ৭ ভাগে ভাগ করেন-

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

- **গীতিকা:** একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে অভিহিত হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'ব্যালাড' (Ballad)।

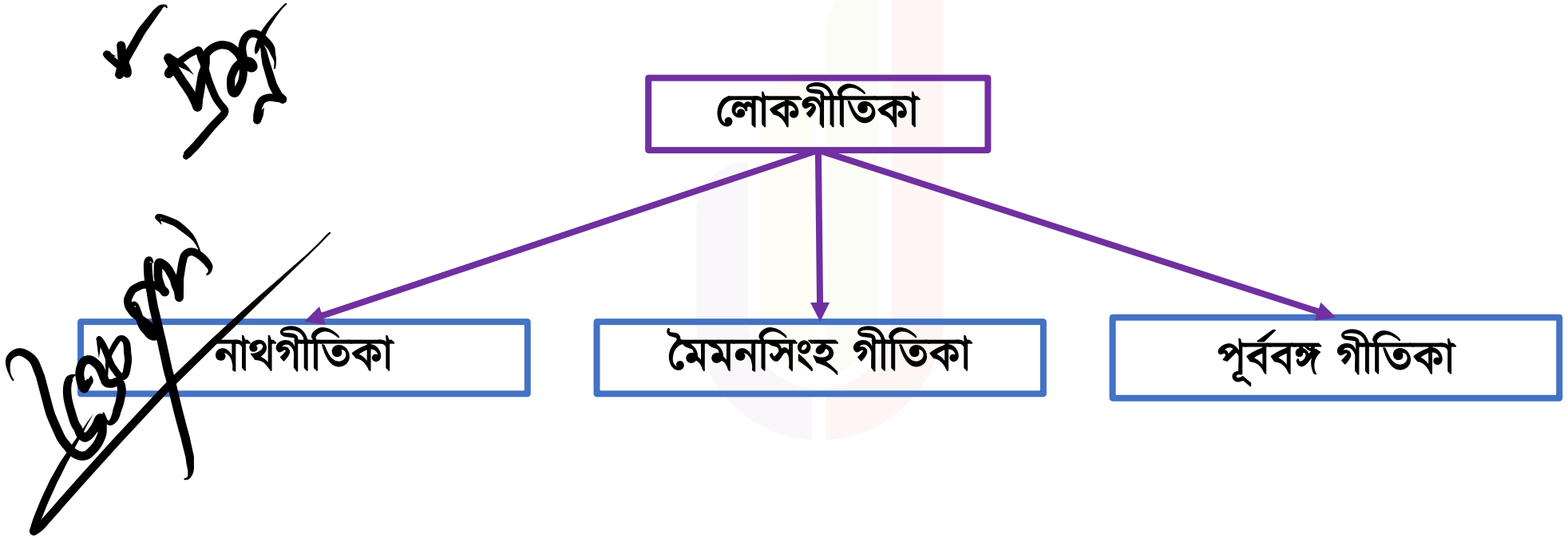

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা:

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে **মৈমনসিংহ** গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং তা **'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'** নামে চার খণ্ডে **১৯২৩ খ্রি.** প্রকাশিত হয়। এই গীতিকা সম্পাদনা করেছিলেন – **চন্দ্রকুমার দে**, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, **জসীম উদ্‌দীন** প্রমুখ। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকার উল্লেখযোগ্য পালাসমূহ:

পালাসমূহ	রচয়িতা
মহুয়া	দ্বিজ কানাই রচিত এই পালাটি সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন জসীম উদ্‌দীন। ড. সুকুমার সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলোর মধ্যে মহুয়া গাথাটি সবচেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম বিবেচনা করেছেন।
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত।
মলুয়া	চন্দ্রাবতী মৈমনসিংহ গীতিকার এই দুটি পালা রচনা করেন। এ কবি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি।
দস্যু কেনারাম	
কমলা	রচয়িতা দ্বিজ ঈশান।
কাজলরেখা	এই পালার রচয়িতা অজ্ঞাত। এই পালার কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে।
কঙ্ক ও লীলা	এর রচয়িতা ৪ জন। যথা – দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া।
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	রচয়িতা - নয়ানচাঁদ ঘোষ।
দেওয়ানা ভাবনা	এই দুটির রচয়িতা অজ্ঞাত।
রূপবতী	

(ক) প্রশ্ন নং ২

লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

- **পূর্ববঙ্গ গীতিকা:** 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কয়েকটা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকাগুলো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে।

- **লোককাহিনি/ কথা:** গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে 'কথা' বা 'লোককথা' বা 'লোককাহিনি' বলা হয়ে থাকে।

বি.দ্র. কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে 'গীতিকা' এবং গদ্যে হলে 'কথা' নামে পরিচিত হয়।

মর্সিয়া সাহিত্য

'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্যে কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য নামে আখ্যায়িত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশের প্রেরণা দান করেন। তৎকালীন শিয়া শাসকরা কবিগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ:

জয়নবের চৌতিশা	এটি মর্সিয়া সাহিত্যের **প্রথম কাব্য**। এ কাব্যের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি।
জঙ্গনামা/ মক্তুল হোসেন	দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত মর্সিয়া কাব্যটি তাঁর রচিত প্রথম কাব্য।
মক্তুল হোসেন	মুহম্মদ খান রচিত এ কাব্যটি মর্সিয়া সাহিত্যের **শ্রেষ্ঠকাব্য**। এ কবিও চট্টগ্রামের অধিবাসী।
কাশিমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা	শেখ শেরবাজ চৌধুরী। এ কবির নিবাস ছিল ত্রিপুরা।
জঙ্গনামা	রংপুর ঝাড়বিশিলা গ্রামের কবি হায়াত মামুদ এই মর্সিয়া কাব্যটির প্রণেতা।
শহীদ-ই কারবালা ও সখিনার বিলাপ	রচয়িতা - জাফর।
হানিফার কারবালা যাত্রা	রচয়িতা - নজর আলী।
হানিফার লড়াই	রচয়িতা - আবদুল হাকিম।
জঙ্গনামা আমির হামজা	রচয়িতা - ফকির গরীবুল্লাহ।
কাসেম-বধ	রচয়িতা - হামিদ আলী।
ইমামগনের কেচ্ছা এবং আফৎনামা	রচয়িতা - রাধারমন গোপ (তিনি মর্সিয়া সাহিত্যের **একমাত্র হিন্দু কবি**)।

সমাধান

১ কাংস্যর

২ মুক্ত হোমস সত্য

৩ ইন্দ্রনাথ

৪ জোনাকি

৫ হিমাদ্রের দেশ

❑ কবিগান

কবিগান হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দল গায়ককে প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করতে হয়। দলের দলপতিকে বলা হয় সরকার বা কবিয়াল। ড. সুশীলকুমার দেবের মতে, কবিগানের বিশেষ গৌরবের যুগ ১৭৩০ – ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কবিগানের রচয়িতা ছিল। সে কারণে হিন্দু সমাজে তাদেরকে কবিওয়ালা বলা হতো। কবিগানের মুসলিম রচয়িতাদের বলা হয় – শায়ের।

❑ উল্লেখযোগ্য কবিগণ

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ। কবিওয়ালাগণের মধ্যে কয়েকজন অভিজাত শ্রেণির ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ এসেছিলেন সমাজের নিম্নপর্যায় থেকে।

মর্সিয়া সাহিত্য

❑ পুঁথি সাহিত্য বা দোভাষী পুঁথি

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত 'আরবি-ফারসি' শব্দ মিশ্রিত ইসলামি চেতনাসম্পৃক্ত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছিল তা 'পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। আরবি, ফারসিসহ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথিকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বলা যায়।

❑ এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

কবি	সাহিত্যকর্ম
১) ফকির গরীবুল্লাহ্	পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি। তাঁর কাব্যগুলো হলো– ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি।
২) সৈয়দ হামজা	আমীর হামজা (শেষ অংশ), মধুমালতী, হাতেম তাই, জৈগুনের পুঁথি।
৩) মোহাম্মদ দানেশ	নুরুল ইমান, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার।

পত্র লিখন

➲ **পত্রের প্রকারভেদ:** পত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিচারে পত্রকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

- ব্যক্তিগত পত্র
- ব্যবহারিক পত্র বা বৈষয়িক পত্র

➲ ব্যাপকভাবে পত্রকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. ব্যক্তিগত পত্র;	৫. বাণিজ্যিক পত্র;
২. আবেদন পত্র;	৬. নিমন্ত্রণপত্র বা সামাজিক পত্র;
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র;	৭. স্মারকলিপি বা অভিযোগ পত্র।
৪. মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র;	

পত্র লিখন

❑ **আনুষ্ঠানিক পত্রঃ** আনুষ্ঠানিক পত্রকে **তিন** ভাগে ভাগ করা হয়:

i. চাকরির আবেদন

ii. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র/প্রতিবেদন

iii. কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদনপত্র

পত্র লিখন

❑ **পত্রের অংশ:** সাধারণত পত্রের দুটি অংশ থাকে। যথা:

➢ **শিরোনাম:** এটি খামের ওপরে লিখতে হয়। এ অংশে পত্র-প্রাপকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হয়। ঠিকানা পূর্ণ ও স্পষ্ট না হলে চিঠিপত্র 'ডেড লেটার' বলে চিহ্নিত হয়।

➢ **পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ:** চিঠির মূল অংশ অর্থাৎ যে অংশে বক্তব্য লেখা হয়, তাকে পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ বলে। ভাষাভঙ্গির দিক থেকে পত্রের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য-

- ✓ প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা
- ✓ সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতা
- ✓ বিনয় ও অকপট প্রকাশভঙ্গি।

পত্র লিখন

❑ ব্যক্তিগতপত্র

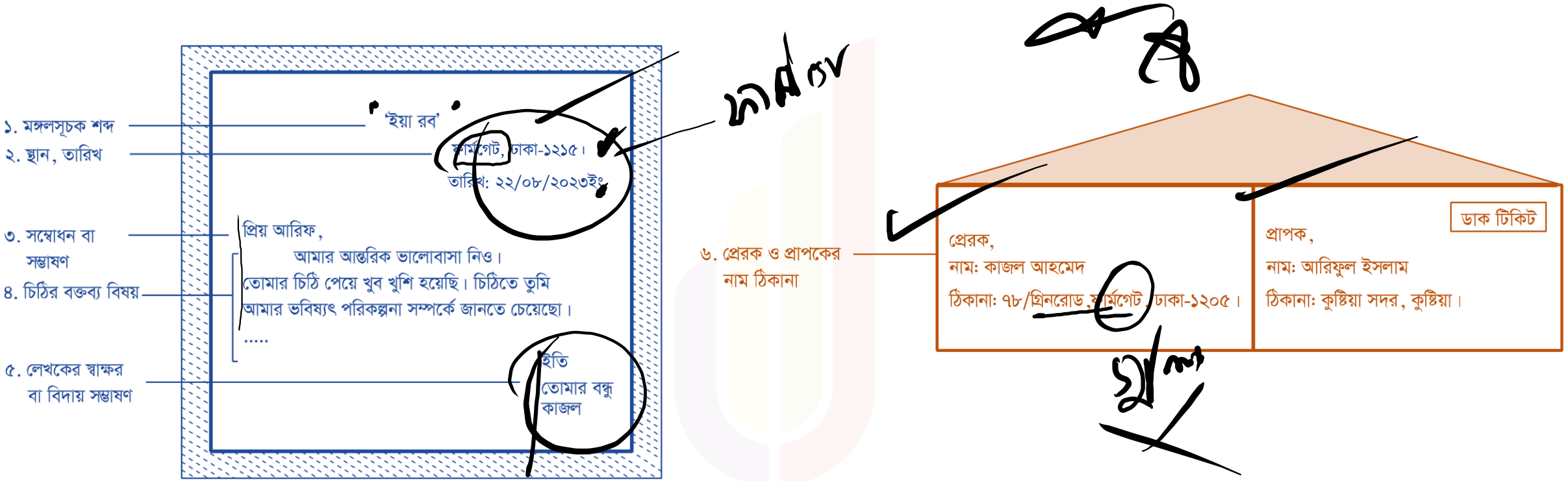

ব্যক্তিগতপত্রের নিয়ম

১. পত্রের ডানদিকের শীর্ষে পত্র প্রেরণের স্থান ও তারিখ লিখতে হবে।

২. পত্রের বাঁ-দিকে একটু নিচুতে প্রাপকের বয়স ও মর্যাদানুযায়ী সম্বোধনসূচক শব্দ যেমন- মান্যবরেষু, স্নেহাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু, পাক জনাবেষু, কল্যাণীয়াসু, কিংবা প্রাপকের নাম, যথা- প্রিয় কামাল অথবা শুধু কামাল লেখা যেতে পারে।

৩. চিঠির গুরুত্ব এবং বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল বক্তব্য লিখতে হবে। এটাই চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. চিঠির শেষে পত্র প্রেরকের নাম কিংবা স্বাক্ষর থাকবে। অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত হলে পুরো নাম লেখা বাঞ্ছনীয়।

৫. খামের ওপর ডানদিকে প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। প্রেরকের নাম ও ঠিকানা থাকবে খামের বাঁ-দিকে।

'বিসমিল্লহির রাহমানির রাহিম'

০৮.০৬.২০২৪

৭৫ গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রিয় আরিশ,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ইতি

মশাররফ হোসেন

প্রেরক, নাম: মশাররফ হোসেন ৭৫ গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা।	ডাকটিকিট **প্রাপক,** নাম: আরিশ ঠিকানা: (পূর্ণ ঠিকানা)

পত্র লিখন

❑ বিদেশে প্রেরিত চিঠির ঠিকানা ইংরেজিতে লিখতে হবে-

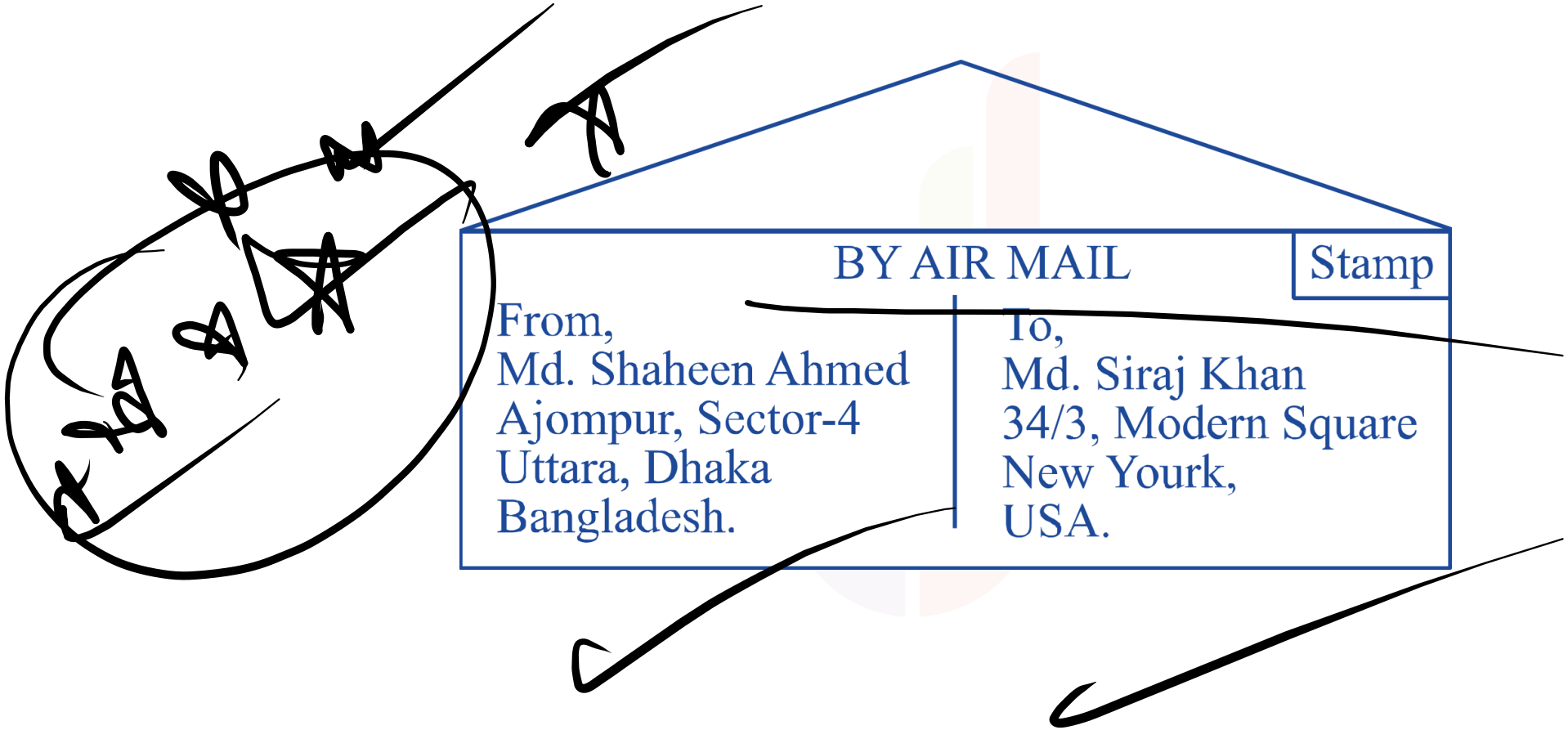

➢ **বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এর ইতিবাচকতা প্রসঙ্গে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।** [৪৪তম বিসিএস]

Mirpur, 11
Mirpur, Dhaka
Bangladesh.
Date: 23 August, 2023

প্রিয় রুবেল,
আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিও। আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছ। তবে আমি তোমার অভাব বোধ করি। তুমি আমার কাছে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে। আজ আমি তোমাকে আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে বলতে চাই। আশা করি তুমি অজানা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং তাদের স্বার্থের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করাকে ছাত্ররাজনীতি বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞা হচ্ছে, 'ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা তোলা, এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করানো এবং সেই এজেন্ডার পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ছাত্র রাজনীতি বলা যায়। সংজ্ঞাটি বৈশ্বিক। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির সংজ্ঞা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখানে ছাত্ররাজনীতি শুধুই ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ নিয়ে কাজ করে না।

পত্র লিখন

এখানে ছাত্ররাজনীতির পরিধি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে দেশময় ছড়িয়ে আপামর জনতার কাছে পৌঁছে গেছে। এখানকার ছাত্ররাজনীতি প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস ভিন্ন। এখানে ছাত্ররা দেশ স্বাধীন করে ফেলেছে।

এখানে ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে। এখানে ছাত্ররা অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এখানে ছাত্ররা শোষিতের পাশে ছায়া হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক অর্জন। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির যেসব অর্জন আছে, তা বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। এই জায়গাগুলোতেই মূলত আমাদের ছাত্ররাজনীতি অনন্য।

তাই ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এ দেশে দিনদিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা বেশি। দেশের মানুষের মধ্যে এখনো ১০% এর উপরে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। মানুষের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক জ্ঞান পুরোপুরি প্রসারিত হয়নি। এখানে সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব, এখানে এখনো নেতাদের মধ্যে ক্ষুদ্রস্বার্থের প্রভাব অনেক, এ দেশের অনেক মানুষ এখনো অনেকাংশে নিরক্ষর, এইসব বিষয় বিবেচনা করেই এ দেশে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনেক। ছাত্ররাজনীতি নেতৃত্ব গুণ তৈরি করে, ছাত্ররাজনীতি সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়াকে কাছে থেকে দেখতে সাহায্য করে, ছাত্ররাজনীতি বৃহৎস্বার্থের মূল্য শেখায়, ছাত্ররাজনীতি শোষকের হাত থেকে শোষিতদের বাঁচানোর তাগিদ দেয়, ছাত্ররাজনীতি অধিকার সচেতনতা শেখায়, ছাত্ররাজনীতি দেশের প্রকৃত চাহিদার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়, ছাত্ররাজনীতি নেতাদের মধ্যে নৈতিকতা তৈরি করে। ছাত্ররাজনীতি বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্য করে সুষ্ঠু রাজনীতি করা শেখায়। তাই ছাত্ররাজনীতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

পত্র লিখন

তবে বর্তমান সময়ে ছাত্ররাজনীতির মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে অবশ্যই শক্ত হস্তে মূলোৎপাটন করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি জৌলুস ধরে রাখতে হবে। এ দেশে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এখনো অনেক। আগামী দিনের ছাত্ররাজনীতি হবে আরও সমৃদ্ধ এবং অমিত সম্ভাবনার।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি
তোমারই প্রিয় বন্ধু
নিলয় আহমেদ

BY AIR MAIL

Stamp

From,
Niloy Ahmed
Mirpur, 11
Mirpur, Dhaka
Bangladesh

To,
Md. Rubel Ahmed
34/3, Modern Square
New York,
USA.

➢ পদ্মা সেতু বিষয়ে এক বিদেশি বন্ধুকে ব্যক্তিগত অনুভূতিসূচক একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

কবি জসীম উদ্‌দীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৩ আগষ্ট, ২০২৩

প্রিয় আব্দুল্লাহ,

আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। অনেক দিন হলো তোমাকে পত্র লেখা হয় না। আজ তোমাকে জীবনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা এবং অন্যরকম অনুভূতির কথা জানাবো। আমরা বন্ধুরা মিলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক বিরাট মাইলফলক পদ্মা সেতু দেখতে গিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ও অন্যরকম এক অনুভূতি বর্ণনার সাথে সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব যা তোমাকে পদ্মা সেতু দেখার জন্য অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৫ জুলাই রাত ১০টায় আমরা ৪ জন টিএসসি থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। হানিফ ফ্লাইওভার এবং মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে হয়ে আমরা পৌঁছে যাই স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে এবং অবশেষে আমরা নিজ চোখে পদ্মা সেতুর মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। উল্লেখ্য, সেতুটি ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে টোল প্রদান করে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতুতে আরোহণ করেন এবং পরের দিন থেকে সেতুটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৬ জুন সকাল কাকডাকা ভোরে শীতল বাতাস বইছে। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে ছুটে চলা মোটরবাইক, প্রাইভেটকার, জিপ, বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান থামছে মাওয়া প্রান্তে এবং ক্রমেই বাড়ছে যানবাহন সংখ্যা। কিছু সংখ্যক বাস, ট্রাকে চলছে পদ্মা জয়ের গান আর এই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা। খরস্রোতা পদ্মার বুক চিরে আড়মোড়া দিয়ে উঁকি দেয় সূর্য। আকাশে সাদা-কালো মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। অবশেষে ভোর ৬টা, খুলে দেওয়া হলো পদ্মা সেতু। স্বপ্নের সেতুতে ঘুরলো যানবাহনের চাকা।

পত্র লিখন

প্রমত্তা পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা সেতুর উপর দিয়ে চলছে সারি সারি যানবাহন তাতে উচ্ছ্বাসিত চালক ও যাত্রীরা। অনেকেই বলছেন সেতুতে ওঠার জন্য টোল পরিশোধ করে মনে হলো যেন টোল নয়, বরং আনন্দ কিনছি এবং দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ করছি। সত্যিই এ যেন অন্যরকম অনুভূতি। শুধু আমি কিংবা পদ্মার ওপারের মানুষই নয় বরং সমস্ত বাংলাদেশিদের যে আনন্দ তা কোনোদিনও টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যাবে না। আর লিখে পাণ্ডুলিপি করে ফেললেও অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব না। কয়েক বছর পূর্বেও পদ্মা সেতু স্বপ্ন মনে হতো। এখন মনে হয় এ সত্যিতো? হ্যাঁ, সত্যিই। পদ্মা সেতু এখন সত্যি, এটি এখন বাস্তব। দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সেতু। এই সেতু আমাদের, বাংলাদেশের। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। সত্যি বলতে কি, এটা তো স্রেফ ইট-সিমেন্টের সেতু নয়, এই দেশের মানুষের কাছে এটা অনেক আবেগ অনুভূতির প্রতিশব্দ।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। কোনো বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হয় ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের সাথে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, সেতুবিভাগকে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দেয় সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে সেতু কর্তৃপক্ষ আগামী ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে। সেতুটির উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ।
পদ্মা বহুমুখী সেতুর মাওয়া-জাজিরা পয়েন্ট দিয়ে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। পদ্মা সেতু দক্ষিণাঞ্চলের সাথে গোটা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন সহজ করেছে তেমন দক্ষিণাঞ্চলে নতুন শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। সরকারের এক সম্ভাব্য জরিপে দেখা গেছে যে, পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ বেড়ে জাতীয় আয়ে যোগ হবে। জাতীয় অর্থনীতির সাথে দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতি যুক্ত হয়েছে। এই সেতু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পুরো বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পুরো দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু হবে একটি নতুন মাইলফলক।

পত্র লিখন

আমরা সেদিন পদ্মা সেতুর এপার হতে ওপারে ভাঙ্গা পর্যন্ত ঘুরার পর মাওয়া ঘাটে ইলিশ খেয়ে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছি। তুমি পরবর্তীতে যখন এদেশে আসবে, তখন সম্ভব হলে পদ্ম সেতু একনজর দেখতে এসো, আশা করি ভালো লাগবে।
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তুমি এবং তোমার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও শুভাকামনা রইলো। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলাম। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
আহ্‌মাদ হুজাইফা

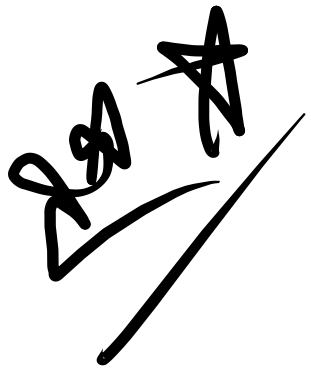

BY AIR MAIL

Stamp

From,
Ahmad Huzaifa
129, Kabi Jasimuddin hall
Dhaka University
Dhaka, Bangladesh.

To,
Abdullah
1846, Sherbrooke Street
Motreal, Quebec
Canada.

পত্র লিখন

➢ **জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আপনার বন্ধুর নিকট একটি চিঠি লিখুন।**

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

বারিধারা, ঢাকা
২৪ আগষ্ট, ২০২৩

প্রিয় ইসমাইল,

আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। গত চিঠিতে তুমি সদ্যপালিত স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। আজ তোমাকে জাতীয় জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ দিনটি সম্পর্কে লিখবো।

স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম। আমাদের জাতীয় দিবস হিসেবে যতগুলো দিন রয়েছে, স্বাধীনতা দিবস তার মধ্যে অন্যতম। এ দিনটি শুধু ঐতিহাসিক তাৎপর্যেই অসাধারণ নয়, নবীন জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার শপথে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করার দিন হিসেবেও অনন্য। দেশ স্বাধীন করার প্রত্যয়ে দৃঢ়চিত্ত বাঙালি জাতির ইতহাসে এ দিনটি একটি মাইলফলক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর প্রায় দুই যুগব্যাপী যে নিপীড়ন ও শোষণ সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে বাঙালি একত্র হয়েছিল এই দিনে। স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা অকস্মাৎ সৃষ্ট কোনো আবেগময় ঘোষণা নয়। এর পেছনে রয়েছে বাঙালির আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জন ও আন্দোলন-সংগ্রামের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত পথ। এই অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে এই দিনে বাঙালি জাতি আরেক রক্তাক্ত পথে চলতে শুরু করল। অতঃপর দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ, সংগ্রাম, লাঞ্ছনা ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা লাভ করি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। হাতে পাই লাল-সবুজের মিশ্রণে তৈরি একটি পতাকা, একটি গর্বিত স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান-এ রকম অগণিত আন্দোলন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বাঙালি জাতি যে প্রত্যাশা লালন করে অগ্রসর হয়েছিল, তারপর একাত্তরের রক্তাক্ত মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পেরিয়ে ২৬ মার্চে সেই প্রত্যাশা, সেই স্বপ্ন পরিণত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও নির্দেশে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মানসিক ও বাস্তবিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

পত্র লিখন

২৬ মার্চ আসে সেই সুযোগ, স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা এবং বাঙালিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাই এ দিন আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহালগ্ন। ২৬ মার্চের স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেদিন নিপীড়িত ও বঞ্চিত বাঙালি জনগণের শোষণমুক্তির প্রত্যাশা অর্জন করেছিল এক নতুন দিকনির্দেশনা, নতুন মাত্রা। সে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনের ডাকে সমগ্র জাতি এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামে। তাই এদেশের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবস সবচেয়ে গৌরবময় ও পবিত্রতম দিন। ১৯৭২ সাল থেকেই এ দেশে স্বাধীনতা দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের একটি বিশেষ দিন। এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মূল্যায়ন করে চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, কবিতায়, নিবন্ধ বা গণমাধ্যমসহ নানা মাধ্যমেই যেন গুরুত্বের সাথে ফুটিয়ে তুলেছে। তা ছাড়াও দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজসহ আলোচনা অনুষ্ঠান, মতবিনিময় সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলো জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। এই দিনে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয়া স্বাধীন সার্বভৌম এদেশ আমাদের দেশ। বলতেই হয়, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার পথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করার এ গৌরবময় দিনটিই যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে "মহান স্বাধীনতা দিবস" হিসেবেই সমাদৃত।

তোমার নিরন্তর মঙ্গল কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। তবে সবশেষ যা না বললেই নয়, এই দেশ বঙ্গবন্ধুর, এই দেশ বাঙালির, এই দেশ আমার, তোমার, আমাদের সকলের। তাই দেশের প্রত্যেক মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এটাই হোক এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার।

ডাকটিকিট

প্রেরক,
মো: আসিফ ইকবাল সাগর
২৪/২, দূতাবাস রোড
বারিধারা, ঢাকা

প্রাপক,
মো: ইসমাইল হোসেন
নড়িয়া, শরীয়তপুর

ইতি
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
সাগর

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এর ইতিবাচকতা প্রসঙ্গে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- পদ্মা সেতু বিষয়ে এক বিদেশি বন্ধুকে ব্যক্তিগত অনুভূতিসূচক একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]
- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়? [৪৩তম বিসিএস]
- পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্য আরেকটি ভাষাতেও সমান দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে ছোট বোনকে একটি পত্র লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে কলেজগামী ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। [৪০তম বিসিএস]

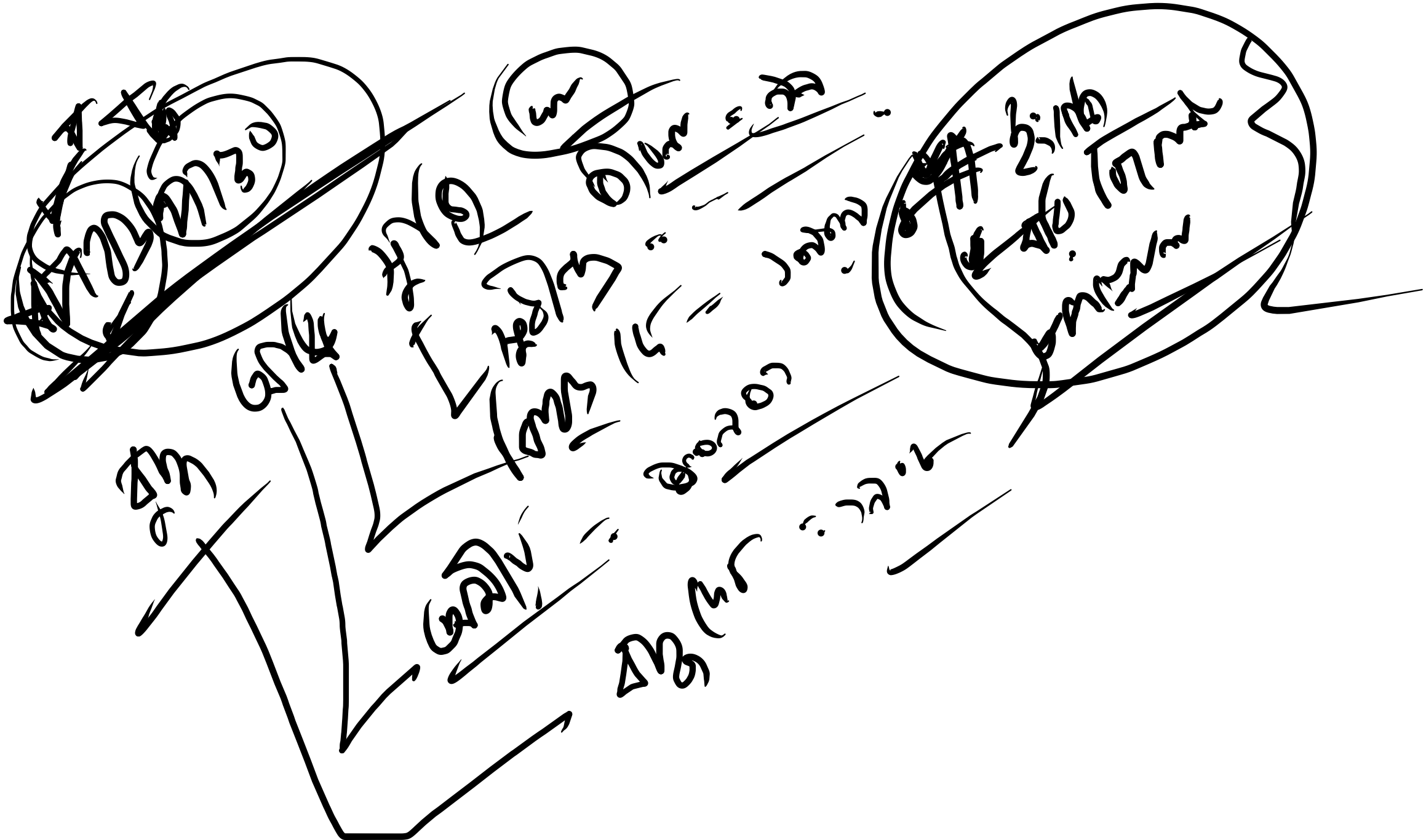

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- ফেসবুক ব্যবহারের সুফল ও কুফল জানিয়ে আপনার ছোট ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- আপনার এলাকায় নদী ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দরখাস্ত লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]
- পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনটি কী? [৩৭তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তুলে ধরুন। [৩১তম বিসিএস]
- 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য কে রচনা করেন? তাঁর কবিমানসের পরিচয় দিন। [৩০তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [২২তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [২০তম বিসিএস]

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চ-পাণ্ডব

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

- জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালের ধানসিঁড়ি নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর মাতা কবি কুসুম কুমারী দাশ।
- তাঁকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, তিমির হননের কবি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি, পরাবাস্তববাদী কবি, প্রকৃতির কবি।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন।
- আব্দুল মান্নান সৈয়দ কবিকে – 'শুদ্ধতম কবি' এবং বুদ্ধদেব বসু 'নির্জনতম কবি' বলেছেন।
- তাঁর ছদ্মনাম 'শ্রীং', 'কালপুরুষ' এবং পারিবারিক পদবী 'দাশগুপ্ত'।
- তিনি দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।
- ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		উপন্যাস		প্রবন্ধ
✓ ঝরা পালক (১৯২৮) ✓ ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) ✓ সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮) ✓ বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)	✓ রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ✓ মহাপৃথিবী (১৯৪৪) ✓ বনলতা সেন (১৯৪২) ✓ শ্রেষ্ঠ কবিতা	✓ মাল্যবান (১৯৭৩) ✓ জলপাইহাটি ✓ বাসমতীর উপাখ্যান ✓ সফলতা-নিষ্ফলতা	✓ সতীর্থ (১৯৭৪) ✓ কল্যাণী (১৯৯৯) ✓ নিরুপম যাত্রা ✓ বিভা	✓ কবিতার কথা (১৯৫৫) ✓ কেন লিখি

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

- অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালে ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলির শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					
কবিতাবলী (১৯২৫)	উপহার (১৯২৭)	খসড়া (১৯৩৮)	এক মুঠো (১৯৩৯)	মাটির দেয়াল (১৯৪২)	হারানো অর্কিড
পারাপার (১৯৫৩)	অভিজ্ঞান বসন্ত	দূরবাণী	পালাবদল (১৯৫৫)	ঘরে ফেরার দিন (১৯৬৪)	পুষ্পিত ইমেজ
গদ্য রচনা					
চলো যাই (১৯৬১)	সাম্প্রতিক (১৯৬৩)	পুরবাসী	পথ অন্তহীন	অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ সংগ্রহ	

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

- ✓ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালে ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা, বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' বলা হয়।
- ✓ তিনি 'ক্লাসিক কবি' হিসেবে পরিচিত।
- ✓ তাঁর ছদ্মনাম 'বিশ্বকর্মা'।

❑ সাহিত্যকর্ম

<table>
<tr><th colspan="6">কাব্যগ্রন্থ</th></tr>
<tr><td>✓ অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫)</td><td>✓ দশমী (১৯৫৬)</td><td>✓ তন্বী (১৯৩০)</td><td>✓ উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০)</td><td>✓ ক্রন্দসী (১৯৩৭)</td><td>✓ সংবর্ত (১৯৫৩)</td></tr>
<tr><th colspan="3">প্রবন্ধ গ্রন্থ</th><th colspan="3">অনুবাদগ্রন্থ</th></tr>
<tr><td colspan="2">✓ স্বগত (১৯৩৮)</td><td colspan="2">✓ কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)</td><td colspan="2">✓ প্রতিধ্বনি (১৯৫৪)</td></tr>
</table>

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

- তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এলিয়টের কাব্যের অনুবাদ করেন।
- তিনি 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'নিরুক্ত' ও 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
✓ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩)	✓ উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭)	✓ পূর্বলেখ (১৯৪১)	✓ সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪)
✓ সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭)	✓ তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)	✓ আলেখ্য (১৯৫৮)	✓ অন্বিষ্টা (১৯৫০)
✓ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩)	✓ চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (১৯৭৫)	✓ চোরাবালি (১৯৩৭)	✓ আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮১)

প্রবন্ধ		
✓ রুচি ও প্রগতি	✓ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	✓ রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা সমস্যা
✓ সাধারণের রুচি	✓ এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য	✓ মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা

অনুবাদ			স্মৃতিচারণমূলক
• এলিয়েটের কবিতা (১৯৫০)	• মাও সে তুং-এর কবিতা (১৯৫৮)	• হে বিদেশী ফুল (১৯৫৬)	• ছড়ানো এই জীবন

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

✓ রবীন্দ্রনাথের পর তাঁকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবের একজন।

✓ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- কবিতা (১৯৩৫), প্রগতি ও চতুরঙ্গ।

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
✓ সাড়া (১৯৩০)	✓ বাসরঘর (১৯৩৫)	✓ তিথিডোর (১৯৪৯)	✓ রুকমি (১৯৭২)	✓ গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮)
✓ সানন্দা (১৯৩৩)	✓ পরিক্রমা (১৯৩৮)	✓ নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১)	✓ বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯)	✓ পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭)
✓ লাল মেঘ (১৯৩৪)	✓ কালো হাওয়া (১৯৪২)	✓ মৌলিনাথ (১৯৫২)	✓ রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭)	✓ নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

কবিতা				
✓ মর্মবাণী (১৯২৫)	✓ বন্দীর বন্দনা (১৯৩০)	✓ পৃথিবীর পথে (১৯৩৩)	✓ স্বাগত বিদায় (১৯৭১)	✓ একদিন চিরদিন (১৯৭১)
✓ কঙ্কাবতী (১৯৩৭)	✓ দময়ন্তী (১৯৪৩)	✓ দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)	✓ মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬)	

গল্প			
✓ রজনী হ'ল উতলা (১৯২৬)	✓ অভিনয় নয় (১৯৩০)	✓ রেখাচিত্র (১৯৩১)	✓ হাওয়া বদল (১৯৪৩)
✓ একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০)	✓ ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩)	✓ প্রেমপত্র (১৯৭২)	✓ অভিনয়

নাটক			
✓ মায়ামালঞ্চ (১৯৪৪)	✓ তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬)	✓ অনুরাধা	✓ কালসন্ধ্যা
✓ সংক্রান্তি	✓ প্রায়শ্চিত্ত	✓ কলকাতা ইলেক্ট্রা ও সত্যসিদ্ধ (১৯৬৮)	

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

<table>
<tr><th colspan="3">অনুবাদ গ্রন্থ</th><th>স্মৃতিকথা</th></tr>
<tr><td colspan="2">✓ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭)</td><td>✓ বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৬০)</td><td>✓ আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩)</td></tr>
<tr><td colspan="2">✓ হেল্ডালিনের কবিতা (১৯৫৭)</td><td>✓ রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)</td><td>✓ আমার যৌবন (১৯৭৬)</td></tr>
<tr><th colspan="2">ভ্রমণকাহিনি</th><th>সম্পাদিত গ্রন্থ</th><th>ইংরেজি গ্রন্থ</th></tr>
<tr><td>✓ জাপান জার্নাল (১৯৬২)</td><td>✓ দেশান্তর (১৯৬৬)</td><td rowspan="2">✓ আধুনিক বাংলা কবিতা</td><td>• An acre of Green Grass</td></tr>
<tr><td colspan="2">✓ সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১)</td><td>• Tagore: Portrait of poet</td></tr>
</table>

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ **প্রেক্ষাপট:** প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ নেই। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদন নানা রকম হতে পারে। প্রতিবেদনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (নবম-দশম শ্রেণি)। যথা : সংবাদ প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

➲ **সংবাদ প্রতিবেদন লেখার কৌশল:**

➢ **প্রথম অংশ:** দুই লাইনের মধ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন শিরোনাম দেয়া উচিত।

➢ **দ্বিতীয় অংশ:** এরপরের অংশে বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হয়। সংবাদ প্রতিবেদন লেখার সুবিধা হলো এতে শুধু শিরোনাম লিখেই সরাসরি মূল লেখায় চলে যাওয়া যায়। এ ধরনের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে সম্পাদকের নিকট আনুষ্ঠানিক পত্র কিংবা খাম আঁকার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নে সংবাদপত্র বা প্রতিবেদকের নাম থাকলে সেটা অনুসরণ করতে হবে। আর তা না থাকলে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ **সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার কৌশল:** কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁর প্রতিষ্ঠানে জাতীয় দিবস পালন বা স্কুলের কোন সমস্যার বিবরণ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে থাকেন। এজন্য তিনি কাউকে প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।

যেমন : ধরো, তুমি 'ক' বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিজয় দিবস উপলক্ষে তোমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুমতি চেয়ে প্রতিবেদন রচনা কর।

➲ **শুরুটা হয় এরকম:**

*বরাবর,

প্রধান শিক্ষক,*

দিয়ে এ জাতীয় প্রতিবেদন শুরু করতে হয়। এরপর প্রসঙ্গ অনুযায়ী শিরোনাম লিখে বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। পত্র শেষে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটা খাম দেওয়া যেতে পারে। না দিলেও সমস্যা হবে না। একটি কাঠামো মেনে লিখলে পুরোটা ব্যাপার সেজে থাকবে-

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ তদন্ত প্রতিবেদন লেখার কৌশল:

সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার নিয়মের সাথে তদন্ত প্রতিবেদন লেখার খানিকটা মিল রয়েছে। তবে সংবাদ প্রতিবেদনের সাথে এটা মিলবে না। এতে লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের সম্পর্কে লিখতে হয়। দায়িত্ব প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হয়।

➲ প্রতিবেদনের শুরুতে ঘটনা ব্যাখ্যা করার পর ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রতিবেদককে জানাতে হয়।

➲ মনে কর, রাস্তায় সিগন্যাল বাতি না থাকার কারণে কোন একটি স্থানে বার বার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটে থাকে। কারণ উদঘাটনের জন্য একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

➲ একটি কাঠামো লক্ষ্য করে দেখলে পুরোটা বিষয় আরো পরিষ্কার হবে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন

জনগণের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনেক সময় সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হতে হয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও যথাযথ প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন। তাই সমস্যার আশু সমাধানের জন্যে ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতে হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে সেইসব চিঠি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়ে থাকে।

যেমন: ইত্তেফাকের 'চিঠিপত্র' প্রথম আলোর 'পাঠকের অভিমত', জনকণ্ঠের সম্পাদক সমীপে' ইত্যাদি। প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য ও দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তায়। সম্পাদক প্রকাশিত চিঠির কোনো দায়দায়িত্ব নেন না। এসব কলামের নিচে তাই লেখা থাকে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়'।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আসলে দুটো চিঠি লিখতে হয়

১. সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র, এবং

২. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

পত্রলেখক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান, সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সম্বোধন করা ছাড়াও যথাস্থানে তারিখ এবং নিচে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর দিতে হয়। অনুরোধপত্রের সঙ্গে প্রকাশিতব্য চিঠি যুক্ত করে পাঠাতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটাই মূলচিঠি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেটি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হয়। সমস্যা ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে চিঠি বড় বা ছোট হয়। চিঠির বক্তব্য যথাযথ, বিষয়ানুগ, বাহুল্যবর্জিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের চিঠিতে সাধারণত ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ নেই। বক্তব্যের এবং ভাষার শুদ্ধতার প্রতি তাই বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

নমুনা

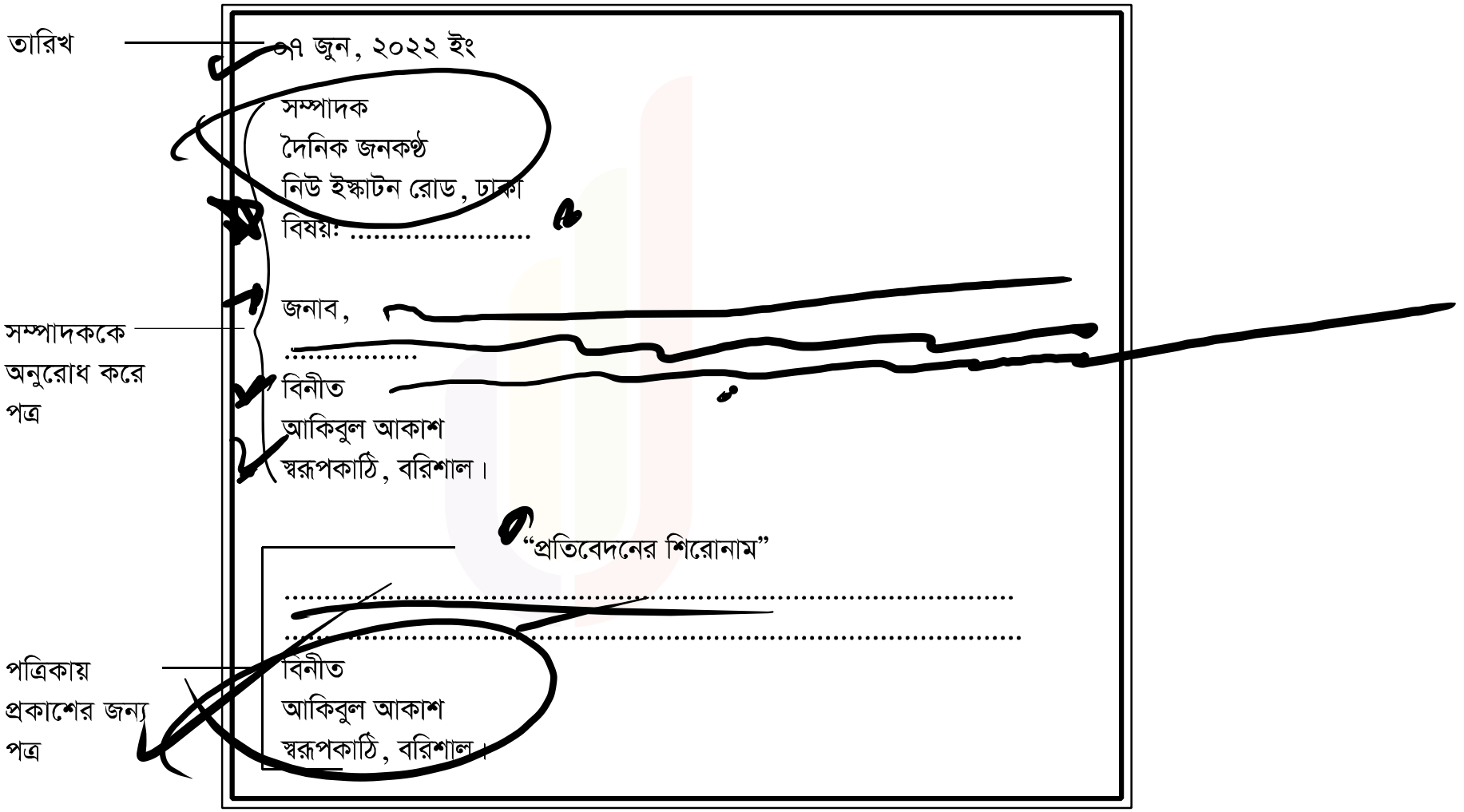

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

প্রশ্ন: বাল্যবিবাহের কুফল এবং বাল্যবিবাহ রোধে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনাসহ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন। **[৪১তম বিসিএস]**

৮ জুলাই, ২০২২
বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক জনকণ্ঠ
নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

বিষয়: সংযুক্ত প্রতিবেদনটি দৈনিক সংবাদপ্রত্রের প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে আপনার বহুল প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

নিবেদক
সুমন রায় (রিক্ত)
কক্সবাজার

“বাল্যবিবাহের কুফল ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করণীয়”

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বাল্যবিবাহ। বর্তমানে আমাদের সমাজে যেসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে বাল্যবিবাহ তার অন্যতম। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি- এসব কারণে মেয়েদেরকে উপার্জনে অক্ষম মনে করা হয়, আর এরকম আরও অনেক কারণে মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দেশে আইন হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানাতে প্রতিনিয়ত সভা-সমাবেশ আর মানববন্ধন কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে বাল্যবিবাহ থামছে না। প্রত্যন্ত গ্রাম আর শহরের বস্তিগুলোতে তো বটেই, তথাকথিত শিক্ষিত আর সচেতন সমাজেও ঘটছে বাল্যবিবাহের ঘটনা। আর বাল্যবিবাহের নানাবিধ ক্ষতিকর দিক রয়েছে যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই বাল্যবিবাহ যেমন একটি মেয়ের জন্য শারীরিকভাবে মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ তেমন নারী জাতির জন্য একটি অভিশাপ।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বাল্যবিবাহ নারীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এর ফলে নারীর অগ্রযাত্রাও বাধাগ্রস্ত হয়। অল্পবয়সে বিবাহ মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কাও তৈরি করে। বাল্যবিবাহের ফলে অল্পবয়সে গর্ভবতী হওয়ার ফলে অপুষ্টিজনিত করণে অনেকসময় নবজাতক মারাও যায়। এমনকি নবজাতক বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে এসব শিশুরা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভোগে। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা শিক্ষা দিক্ষা ও দক্ষতা, আত্ম উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে একটি শিশুর বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক মায়ের প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের আশঙ্কা বেশি থাকে। অল্পবয়সে বিয়ের ফলে একটি মেয়ের পক্ষে অন্য একটি পরিবারের অনেক বিষয় সামাল দেয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা অনেক শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদের মতো ঘটনাও ঘটে। ফলে পরবর্তী এসব মেয়ের বাবা-মায়ের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়, যা কোন বাবা-মা কখনো কামনা করে না। বিবাহবিচ্ছেদের ফলে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে একজন শিশু বঞ্চিত হয় শিক্ষা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, জীবনমানের দক্ষতা, মানসিক উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উন্নত জীবন থেকে। সর্বোপরি বাল্যবিবাহে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষতি করার সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকেও ব্যাহত করে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়:

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোকে বৃহৎ পরিসরে এগিয়ে আসতে হবে এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি এই সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে। কেননা, বাবা-মায়েরা সন্তানকে বাল্যবিবাহের মতো একটি অভিশাপের দিকে কেন ঠেলে দিচ্ছেন তা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে।
- দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ নারীই বিবাহিত জীবনে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তবুও পিতা-মাতা কেন তাদের এই বাল্যবিবাহের পথ বেছে নিচ্ছেন তা অনুসন্ধান করতে হবে এবং এর মূলে কুঠার আঘাত করতে হবে।
- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও দারিদ্র্য বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের অন্যতম বড় কারণ। তাই বাল্যবিবাহকে রুখতে হলে এই সমস্যার মূলের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
- মেয়ের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হিসেবে বাল্যবিবাহ যে খুব একটি সুখকর সমাধান নয়, সেটি বাবা-মায়েরা ভালোভাবেই জানেন। তবে এর বিকল্প পথটির ঠিকানাও খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। তাই এই সামাজিক ব্যাধিকে রুখতে হলে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে বাল্যবিবাহের বিকল্প পথগুলো সম্পর্কে সবাইকে ধারণা দিতে হবে।

  সর্বোপরি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো মেয়েদের নিরাপদ পথচলা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, রাস্তাঘাট ও গণপরিবহনকে নারীবান্ধব ও যৌন হয়রানিমুক্ত করতে হবে। যৌতুক নিরোধ আইনে সাজার পরিমাণ বাড়িয়ে আইনকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাটা খুব জরুরি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী নারীদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষা ঝরে পড়া মেয়েরা যেন বেশি করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আসতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক কথায় নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পথটি করতে হবে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান, যা দেখে বিয়েকেই মেয়ের জন্য একমাত্র সুরক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনার ধ্যানধারণা থেকে বাবা-মায়েরা মুক্ত হতে পারবেন।

সুমন রায় (রিক্ত)
কক্সবাজার

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

প্রশ্ন: 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্তে একটি পত্র লিখুন। **[৩৮তম বিসিএস]**

২৮ নভেম্বর, ২০২২
বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
সিএ ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয়: সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
কনক চৌধুরী
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

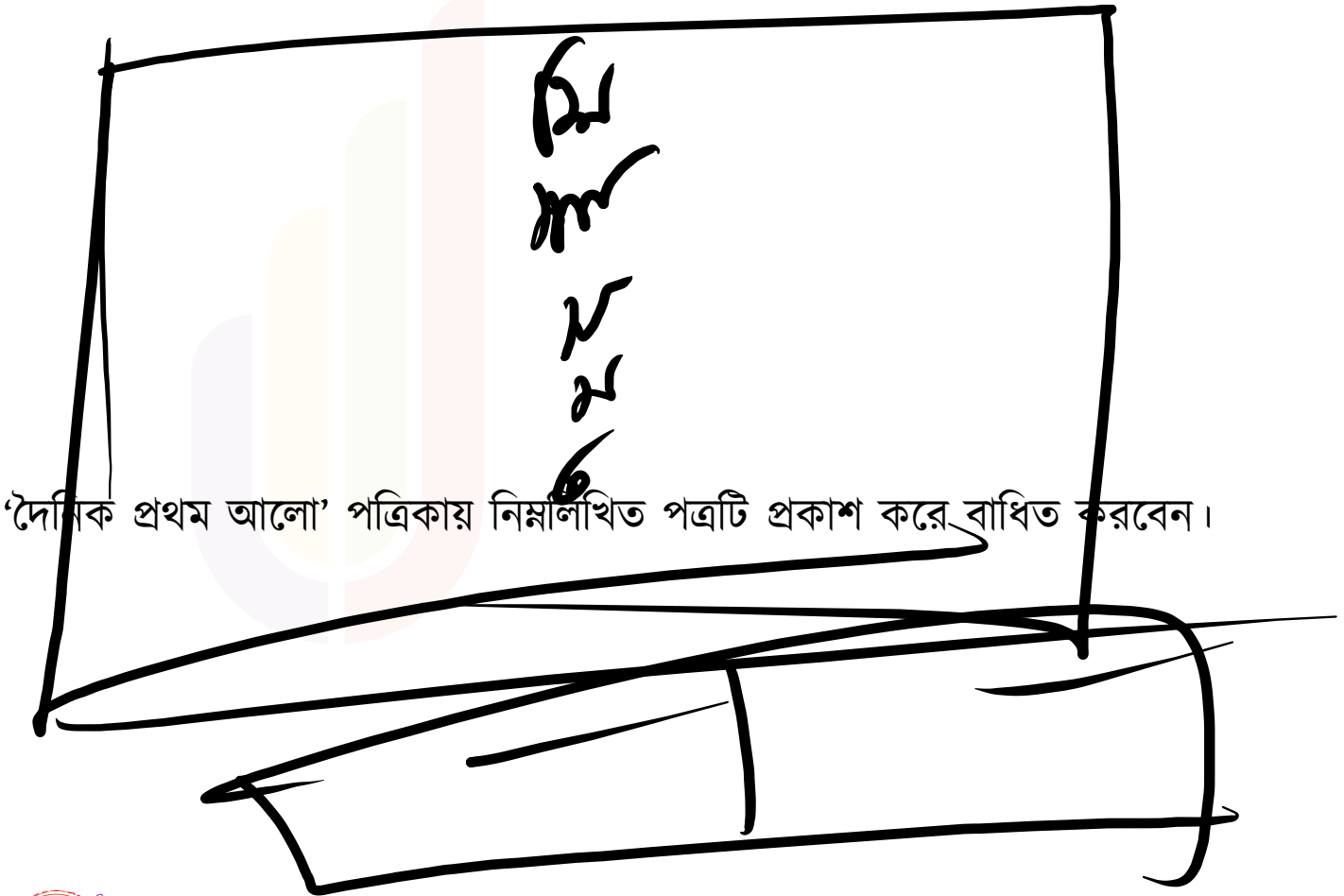

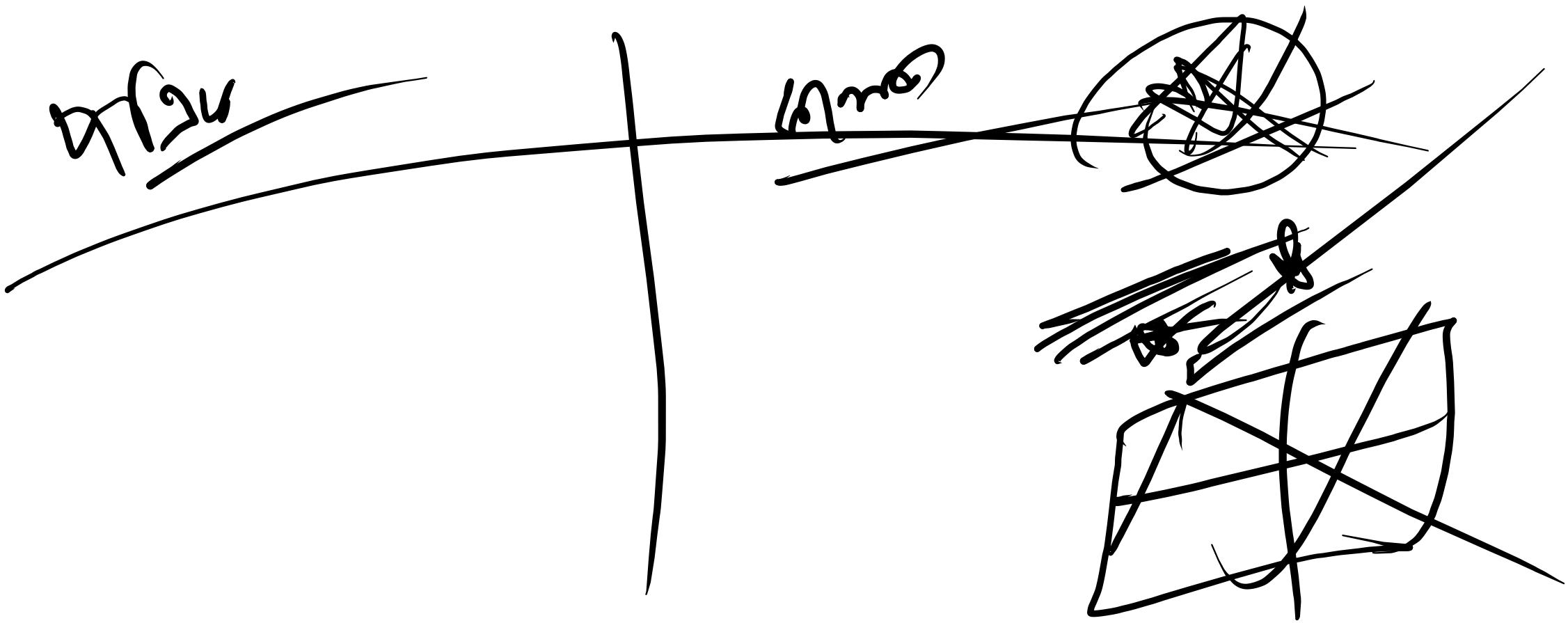

প্রতিবেদন বিবরণী :

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : ড. [illegible]

প্রতিবেদন সময় : [illegible]

প্রকাশের তারিখ : [illegible]

প্রকাশক : [illegible]

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

"জীবনের জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা"

মানুষ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয় তবে বৃক্ষই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মৃত্তিকা থেকে প্রাণরস আহরণ করে পত্রে, পুষ্পে ও ফলে এ ধরণী ভরে তুলেছে বৃক্ষ। এ বিশ্বকে সুশীতল ও বাসযোগ্য রাখার ক্ষেত্রে তাই বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের কারণে সবুজে-শ্যামলে ভরা পৃথিবীতে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক শোভাই বাড়ায় না, মাটির ক্ষয় রোধ করে, বন্যা প্রতিরোধ করে, ঝড় তুফানকে বাধা দিয়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবী মরুভুমিতে পরিণত হতো। বৃক্ষ অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যতম বনজ সম্পদ। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজার হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। বরং যা আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কালকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। ক্ষয় হচ্ছে বাতাসের ওজোন স্তর, সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তা ছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় বৃক্ষের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িঘর এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দু পাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচবো।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বৃক্ষহীন পরিবেশ জীবন ও জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই এই সম্পদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণের জন্য লাগামহীন বৃক্ষনিধন বন্ধ করা দরকার। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ জোরদার করার প্রতি আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদে। এছাড়াও মিডিয়া এবং শিক্ষিত সমাজকে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে। বনধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি আপন অস্তিত্বের কথা ভেবে হলেও বৃক্ষরোপণের উদ্যোগী হতে হবে।
আসুন গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই- এ স্লোগানকে যদি আমরা মিলিতভাবে গ্রহণ করি ও কাজে লাগাই, তাহলে আমাদের বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ সুন্দর হবে। এটা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হবে। তাই সরকারের সাথে সাথে সকল স্তরের জনগণের মিলিত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করতে হবে।

কনক চৌধুরী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy